ওঁ নমঃ নারায়ণায়

বৈষ্ণব বিজয়

প্রথম খণ্ড

বিপ্লব চন্দ্র রায়

সম্পাদক - বিপ্লব চন্দ্র রায়

প্রকাশক - নারায়ণাস্ত্র পেইজ এডমিন মডারেটর প্যানেল।

তারিখ - ২৭.১২.২৪ (একাদশী তিথি)

বিপ্লব চন্দ্র রায় বিরচিত " বৈষ্ণব বিজয় "

ভূমিকা

"বিষ্ণু" ইনিই যে পরমাত্মা পরমেশ্বর এই সম্পর্কে আমরা অবগত নই। বিভিন্ন মত এবং পথে বিভক্ত হয়ে আমরা সঠিক তত্ব এবং পথ থেকে অনেক দুরে সরে এসেছি। শ্রুতি,স্মৃতি,পুরাণাদি সকল শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদিত তত্বই হচ্ছেন পরমব্রহ্ম বিষ্ণু। কিন্তু দিন দিন বিভিন্ন অপপ্রচারকারীদের অপপ্রচার এবং সাধারণ মানুষদের শাস্ত্র সম্পর্কে ধারণা না থাকার ফলে " বিষ্ণু " কে ইহাই অনেকেই জানেন না। পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারা জানাও অসম্ভব। তারপর ও শাস্ত্রবাক্য এবং যুক্তির উপর ভিত্তি করে পরমেশ্বর বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সূচক " বৈষ্ণব বিজয় " গ্রন্থখানি লিখিতে আগ্রহী হলাম । পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের কৃপা মস্তকে ধারণ করে এবং সকল বৈষ্ণবদের কৃপায় এই " বৈষ্ণব বিজয়" গ্রন্থখানি লিখতে সাহস করিয়াছি। সকল শাস্ত্রের মূল প্রতি- পাদিত তত্ব সহ বিভিন্ন পরম্পরা থেকে পরমেশ্বর বিষ্ণুর উপর আসা প্রতিটি প্রশ্নের খণ্ডন এই গ্রন্থে উল্লেখ্য আছে । ইহা বৈষ্ণব সমাজের এবং বিষ্ণু ভক্তদের জন্য এক অমূল্য গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হবে।

সূচিপত্র

১) বিষ্ণুশব্দ তাৎপর্য নির্ণয়

২) পরমাত্মা এবং জীবাত্মার পৃথক জ্ঞানই মুক্তির উপায়

৩) নারায়ণই সকলকিছুর অন্তঃস্থিত পরমাত্মা

৪) উতঙ্কমুনির হরিস্তব

৫) বৈষ্ণব

৬) পরম প্রভূ শ্রীহরি নারায়ণই হচ্ছেন পরমব্রহ্ম !

৭) মহাবিষ্ণু বা আদিনারায়ণ থেকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের উৎপত্তি

৮) শ্রুতি শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

৯) শ্রী কৃষ্ণ কী মুক্তপুরুষ??

১০) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মহেশ্বর শব্দ নিয়ে এবং যোগযুক্ত নিয়ে শৈবদের অপপ্রচার খণ্ডন

১১) পরমেশ্বর নারায়ণই নিমিত্ত ও উপাদান কারন

১২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নিয়ে শৈবদের সকল আপত্তি নিরসন

বিষ্ণু শব্দ তাৎপর্য নির্ণয় -

বিষ্ণু শব্দটি বিশ্ ধাতু প্রয়োগে গঠিত হয়েছে।

যার অর্থ বেষ্টিত অথবা বেবেষ্ট । উনাদিসূত্র ৩/৩৯ এ বলা হচ্ছে - "বিষেঃ কিঞ্চ" ইতি নু ব্যূৎপত্তি প্রয়োগ করে বিষ্ণু শব্দ গঠিত। বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং বিষ্ণুঃ।

অর্থাৎ যিনি সমগ্র বিশ্বে ব্যপ্ত তিনিই বিষ্ণু।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে - কে সেই বিষ্ণু? যিনি সর্ব্বব্যপী ! এবং কেনো তাহার নাম বিষ্ণু হলো?

উত্তর - মহাভারত শান্তিপর্ব - ৩২৭ অধ্যায়ের ৩৯ এবং ৪০ নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে -

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন - পৃথানন্দন ! আমি সর্ব্বভূতের গতি বলিয়া বিষ্ণু, কিংবা আমা হইতে সর্ব্বভূত উৎপন্ন হয় বলিয়া আমি বিষ্ণু। অথবা আমি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ব্যাপীয়া আছি বলেই আমি বিষ্ণু, আমার কান্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া আমি বিষ্ণু। আমি নিজদেহে সমস্ত ভূত প্রবেশ করাইতে ইচ্ছে করি বলেই আমি বিষ্ণু।

অথবা আমি বামনরুপে সমগ্র পৃথিবী আক্রমণ করিয়াছিলাম বলিয়াই আমি বিষ্ণু নামে অভিহিত হইয়া থাকি।

ব্যাখা - এখানে বলা হইয়াছে তার থেকে সর্ব্বভূত উৎপন্ন হয় বলিয়াই তিনি বিষ্ণু। এ বিষয়ে শ্রুতি শাস্ত্রে বলা হইয়াছে -

"অথ পুরুষো হবৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজা :সৃজেয়েতি"

নারায়নাদ্ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে নারায়নাদ্ ইন্দ্রো জায়তে নারায়নদ্ অষ্টৌ বসবো জায়ন্তে নারায়নাদ্ একাদশ রুদ্রো জায়তে নারায়নাদ্ দ্বাদশাদিত্যা:।।

(নারায়ণ উপনিষদ - ১)

অনুবাদঃ তারপর পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ প্রাণী সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। নারায়ণ হতে ব্রহ্মার জন্ম হয়, নারায়ণ হতে অষ্টবসুর জন্ম হয়,নারায়ণ থেকে একাদশ রুদ্রের জন্ম হয় এবং নারায়ণ থেকে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়।

অর্থাৎ - পরমেশ্বর নারায়ণ থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি।

আবার বলা হয়েছে; তিনি স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল ব্যাপীয়া আছেন বলিয়াই তিনি বিষ্ণু।

উক্ত শ্লোকে লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে - বামণ অবতারের কথা। বামণ অবতার কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা নারায়ণেরই অবতার। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। তাই বিষ্ণু শব্দে এখানে ব্রহ্মের বা কোনো উপদেবতার বিশেষণ না বুঝিয়ে সরাসরি বৈষ্ণবদের আরাধ্য বিষ্ণুকেই বুঝিয়েছে।

আবার - মহাভারত - হরিবংশ - ভবিষ্যপর্ব - ৮৮/৪৩ শ্লোকে বলা হচ্ছে -

"ব্যাপ্য সর্বানিমাঁল্লোকান্ স্থিতঃ সর্বত্র কেশবঃ।

ততশ্চ বিষ্ণুনামাসি ধাতোর্ব্যাপ্তেশ্চ দর্শনাৎ।।"

অনুবাদ: কেশব! আপনি সম্পূর্ণ লোকে ব্যাপ্ত হয়ে সর্বত্র বিরাজমান।

এজন্য 'বিষ্' ধাতুর ব্যাপ্তিরূপ অর্থের দর্শন হওয়ার কারণে আপনি 'বিষ্ণু' নাম ধারণ করেন।

- এই প্রমাণ থেকেও বুঝা যায় পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণই " বিষ্ণু " নামটি ধারণ করেন অথবা এইটি অন্যকোনো উপদেবতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

-কৃষ্ণযজুর্বেদীয় আগ্নিবেশ্য গৃহ্যসূত্রম্ ২/৪/১০ এ বলা হচ্ছে -

"হৃদয়াভ্যন্তরে পদ্মং মনসা চিন্তয়েদ্ বুধঃ।।

পদ্মস্য কর্ণিকামধ্যে তস্য জ্যোতির্ব্যবস্তিতম্।

জ্যোতিরমধ্যে মহাবিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।।

অনুবাদ:যোগী ব্যক্তির উচিত হৃদয়ের অভ্যন্তরে পদ্মের ধ্যান করা। যে পদ্মের কর্ণিকামধ্যে জ্যোতি বিদ্যমান সেই জ্যোতির মধ্যে ভগবান মহাবিষ্ণু শঙ্খচক্রগদা ধারণ করে আছেন।

- এইখানে মহাবিষ্ণু বা বিষ্ণু অর্থে বৈষ্ণবদের আরাধ্য বিষ্ণুকেই বুঝানো হয়েছে।

-উনাদিসুত্র - ৩ / ৩৯ এ বিষ্ণু শব্দের যে অর্থ পাই; ঐ হিসেবে ধরে নিলেও " বিষ্ণু " শব্দটি কোনো উপদেবতার বিশেষণ হয়না।

কারণ - তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০ -১৩ - ১,২ এ নারায়ণকেই সর্ব্ব্যপী বলা হয়েছে -

যচ্চ কিংচিৎ জগৎ সর্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেহপি বা ।

অংতর্বহিশ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥

অনুবাদঃ জগতে যা কিছু দর্শনযোগ্য এবং যা কিছু শ্রবণের বিষয় সেই সমস্তকেই ভিতরে এবং বাহিরে ব্যাপ্ত করে নারায়ণ অবস্থিত।

-নারায়ণ অনুবাকে বলা হয়েছে এই বিশ্বই ভগবান নারায়ণ এবং ভগবান নারায়ণই একাংশে নিজেকে বিশ্বের রূপে প্রকাশ করেন। যথা:- "বিশ্বং নারায়ণং" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০ - ১৩ - ১)।

- এই মন্ত্র দুইটি থেকেও প্রমাণিত হয় " নারায়ণই " সবকিছুর ভিতর এবং বাহিরে ব্যাপ্ত বলিয়াই এবং বিশ্ব যেহেতু তার একাংশ তাই তিনিই বিষ্ণু।

নারায়ণই যে বিষ্ণু এ বিষয়ে " নারায়ণ " গায়ত্রী মন্ত্রে বলা হচ্ছে -

"নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ"

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে(১০/১/৬)

অনুবাদ:- নারায়ণ পুরুষকে আমরা জানতে পারি তার জন্য বাসুদেবের ধ্যান করি। তার ধ্যানে বিষ্ণু আমাদের প্রেরিত করুন।

এই মন্ত্রানুসারে সেই নারায়ণ পুরুষকে বাসুদেব ও বিষ্ণু নামে অভিহিত করা হয়েছে তাই বাসুদেব বিষ্ণু মূলত নারায়ণেরই নাম।

সুতরাং - উক্ত শাস্ত্র প্রমাণ গুলো থেকে প্রমাণিত হলো -

" উনাদি সূত্র " হিসেবে বিষ্ণু শব্দের ব্যাখ্যা করলেও তা কখনো কোনো উপদেবতার বিশেষণ হয়না।

বরঞ্চ শাস্ত্রেই বলা হচ্ছে -

অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।

আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ ।।

(শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ- ৪ - ৭ - ৫০)

অনুবাদঃ শ্রীভগবান বিষ্ণু বলিলেন—আমিই জগতের কারণ,আত্মা,ঈশ্বর,সাক্ষী,স্বপ্রকাশ এবং উপাধিশূণ্য,

এবং আমিই ব্রহ্মা ও শিবরুপ ধারণ করিয়া থাকি

।

নমো হিরন্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ।

বাসুদেবায় তারায় সর্গস্থিত্যন্তকারিণে।।

(বিষ্ণুপুরাণ - ১ - ২ - ২)

অনুবাদঃ বিষ্ণু, হরি, হিরন্যগর্ভ ও শিব নামে অভিহিত সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারী বাসুদেব বিষ্ণুকে নমস্কার।

আদিসর্গে মহাবিষ্ণুরেবং ত্রিভৃতমবাপ্তবান্।।

তমাদিদেবমজং কোচিদ্রুদ্রং বদন্তি বৈ।

কোচিচ্চ বিষ্ণুমপরে ধাতারং ব্রহ্ম চাপরে।।(বৃহন্নারদীয়পুরাণ - ৩ - ৪ থেকে ৫)

অনুবাদঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে মহাবিষ্ণু এইরূপ মূর্তিত্রয় আশ্রয় করিয়াছেন। সেই অজর আদিদেবকে কেহ কেহ রুদ্র, কেহ কেহ বিষ্ণু, অন্যে আবার ব্রহ্মা এবং অপর সম্প্রদায় সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া থাকে।

অর্থাৎ - অন্যান্য নামগুলো " বিষ্ণু " রই নাম। এবং এগুলো সেই

পরমেশ্বর শ্রীহরি নারায়ণেরই নাম। এবং সেই মহাবিষ্ণুকেই বিভিন্ন জনে বিভিন্ন নামে ডাকে।

পরামাত্মা এবং জীবাত্মার পৃথকত্ব জ্ঞানই মুক্তির উপায়।

শ্রুতি শাস্ত্রে কথিত আছে - জীবাত্মাকে এবং তাহার প্রেরক পরমাত্মাকে পৃথক তত্ব বলিয়া জানিলে সেই জ্ঞানের দ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

(শ্বেতাশ্বতর - ১/১২)

এই মন্ত্রের ভাষ্যে " শ্রীমদ্রামানুজাচার্য তাহার বেদার্থ সংগ্রহ গ্রন্থে লিখেছেন -

এই শ্রুতির অর্থ হইতেছে- নিজেকে (নিজ আত্মবস্তুকে) এবং অন্তরস্থিত নিয়ন্তা (অন্তর্যামী পরমাত্মাকে) পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া জানিলে, এই পৃথক্ জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মার কৃপায় অমৃতত্ত্ব বা মোক্ষ লাভ হয়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে আত্মার এবং তাহার নিয়ন্তা পরমাত্মার পৃথকত্ব জ্ঞানই হইতেছে সাক্ষাৎ অমৃতত্ব প্রাপ্তির সাধন ॥

এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, পরমাত্মা এবং জীবাত্মার সম্পর্ক কিরকম?

এর উত্তরে বলি - জীবাত্মা হচ্ছে ব্রহ্মের শরীর এবং পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হচ্ছেন জীবের অভ্যন্তরীণ শরীরি।এই বিষয়ে শ্রুতিতে বলা হচ্ছে -

য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি স ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ।।

(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪/৬/৭/৩০)

সরলার্থঃ- যিনি আত্মাতে(জীবাত্মা) অবস্থান করতঃ আত্মার(জীবাত্মা) মধ্যে থাকেন, আত্মা(জীবাত্মা) যাহাকে জানে না, আত্মা(জীবাত্মা) যাহার শরীর, যিনি আত্মার(জীবাত্মা) অভ্যন্তরে থাকিয়া তাকে শাসন করেন, তিনিই তোমার আত্মা(পরমাত্মা) অমৃত অন্তর্যামী।

যঃ সর্বেষু ভুতেষু তিষ্টন্সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরোযং সর্বাণি ভুতানি ন বিদুঃ। যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতাযন্তরো যমযতি। এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।।

(বৃহ: উপ: ৩/৭/১৫)

সরলার্থ:- যিনি সমস্ত ভূতের মধ্যে স্থিত থেকে সমস্ত ভূতের অপেক্ষাও আন্তরিক, যাকে ভূতসকল জানে না, সকল ভূত যার শরীর, তথা যিনি সকল ভূতের অভ্যন্তরে থেকে তাদের শাসন করেন, সেই সর্বান্তর্যামী অমৃত তোমার আত্মা।

সুতরাং - ব্রহ্ম এবং আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে শরীর শরীরি ভাব। তিনি প্রভূ এবং আমরা তার নিত্যদাস।

নারায়ণই সকল কিছুর অন্তঃস্থিত পরমাত্মা।

পরম প্রভূ নারায়ণই সবকিছুর অন্তঃস্থিত পরমাত্মা।

শ্রুতি শাস্ত্রে বলতেছে -

নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্ ॥(তৈত্তিরীয়ারণ্যক, প্রপাঠকঃ - ১০ , অনুবাকঃ - ১৩, মন্ত্র:-৩)

অর্থ:- নারায়ণই হচ্ছে জ্ঞানের যোগ্য সর্বোচ্চ পরম বস্তু বা লক্ষ্য। তিনিই বিশ্বের আত্মা। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত কিছু পরম গতি।

এখন চলুন দেখে নেই আর কোন কোন শাস্ত্রে পরমেশ্বর নারায়ণকে পরমাত্মা বলা হয়েছে। কারন নব্য শৈবরা পদ্মপুরাণের দুই একটা শ্লোক ব্যবহার করে " নারায়ণ " শব্দকে শিবের বিশেষণ হিসেবে প্রমাণ করতে চায়।

এখানে নারায়ণ অর্থ বৈষ্ণবদের আরাধ্য নারায়ণই। চলুন শাস্ত্র প্রমাণে দেখে নেই।

পুরুষো হ নারায়ণোঽকাময়ত অতিতিষ্ঠেয়ঁ সর্বাণি ভূতান্যহমেবেঁদ সর্বং স্যামিতি।।"(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩/৬/১/১)

অনুবাদ:- পরমপুরুষ নারায়ণ সৃষ্টির পর সঙ্কল্প করলেন ও সৃষ্ট জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত জগৎ হলেন।

একো বৈ নারায়ণ আসীন্ ন ব্রহ্মা না ঈশানো নাপো নাগ্নি -সমৌ নেমে দ্যাবা পৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য।।"(মহা উপনিষদ-১)

অনুবাদঃ "সৃষ্টির আদিতে কেবল পরম পুরুষ নারায়ণ ছিলেন।ব্রহ্মা ছিল না,শিব ছিল না, অগ্নি ছিল না,চন্দ্র ছিল না,আকাশে নক্ষত্র ছিল না এবং সূর্য ছিল না।"

মহাভারতে মোক্ষধর্ম ১৭৯/৪ ব্রহ্মা রুদ্র সংবাদে রুদ্রের প্রতি ব্রহ্মার

বাক্য-

"ভবান্তরাত্মা মম চ যে চান্যে দেহি সংজ্ঞিতা:।

অণ্যেষাং চ দেহিণাং পরমেশ্বরো নারায়ণ: অন্তরাত্মত্যাবস্থিত।।"

অনুবাদ: তোমার আমার এবং অপরাঅপর যে সব দেহধারী আছেন তাদের অন্তরাত্মা রূপে পরমে নারায়ণ অবস্থিত আছেন।

ব্যাখা - তোমার (রুদ্র) আমার (ব্রহ্মার) এবং অপরাপর যেসব দেহধারী আছেন বলতে এখানে বুঝিয়েছেন (জীবসকল)। এই সবকিছুর অন্তারাত্মারুপি নারায়ণই হচ্ছেন পরমাত্মা।

(মহাভারত,শান্তিপর্ব :৩২৭ অধ্যায় ২২ নম্বর শ্লোকে বলছেন)

পাণ্ডুনন্দন! আমিই সমস্ত কিছুর আত্মা। অতএব আমি প্রথমে আমার আত্মস্বরূপ রুদ্রের পূজা করে থাকি।

(মহাভারত, কর্ণপর্ব : ৩৫ অধ্যায় এর ৫০ নম্বর শ্লোকে)

অনুবাদ: অমিততেজা ভগবান রুদ্রের মধ্যে আত্মারূপে বিষ্ণু অবস্থিত সেই জন্য তিনি ধনুকের জ্যা সংস্পর্শ সহ্য করতে পেরে ছিলেন।

(মহাভারত - কর্ণপর্ব - ২৮ অধ্যায়ের ৫১ নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে -)

অনুবাদ - বিষ্ণু অমিততেজা ভগবান বিষ্ণুর আত্মা। অতএব সেই দানবেরা মহাদেবের ধনুর ও গুণের সংস্পর্শ সহ্য করতে পারেন নাই।

(তৈত্তিরীয়ারণ্যক, প্রপাঠকঃ - ১০ অনুবাকঃ - ১৩, মন্ত্র:- ৪) এ বলা হচ্ছে

অর্থ:- নারায়ণই পরমাত্মা।

(সুবল উপনিষদ- এর ৭ নম্বর মন্ত্রে বলা হচ্ছে)

তিনি সর্বজীবের অন্তরাত্মা দিব্য দেব অদ্বিতীয় নারায়ণ।

(মহাভারত - শান্তিপর্ব - ৩৩৪ অধ্যায়ের ৪০ নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে) -

অনুবাদ - সেই উভয় মতেই যিনি পরমাত্মা তিনি সর্ব্বদাই নির্গুণ এবং তাহাকে নারায়ণ বলিয়া জানিবে এবং তিনিই সমস্ত লোকের জীবাত্মা।

ব্যাখা - এখানে নারায়ণকে পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়ই বলা হয়েছে। তাই অনেকেই এখানে বিভ্রান্ত হতে পারেন! বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দর্শন অনুযায়ী ব্যাখা করলে - সেই উভয় মত বলতে (সাকার এবং নিরাকার) এই দুই রুপেই নারায়ণই হচ্ছেন পরমাত্মা। অর্থাৎ তিনিই হচ্ছেন একমাত্র নিমিত্ত কারন। তিনি সর্ব্বদাই নির্গুণ (খারাপ গুণ বর্জিত) এবং তিনি (নারায়ণই) সমস্ত লোকের জীবাত্মা (উপাদান কারণ) এই শ্লোকে পরমেশ্বর নারায়ণকেই সবকিছুর নিমিত্ত এবং উপাদান কারন হিসেবেই চিহ্নিত করা হইয়াছে।

(বিপ্লব চন্দ্র রায় কর্তৃক ব্যাখা)

(মহাভারত - শান্তিপর্ব - ৩২৫ অধ্যায়ের ৪৭ নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে -)

অনুবাদ - ব্রাহ্মণ ! আমি সর্ব্বত্রগামী এবং সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা; তাহাতে প্রাণীগণের শরীর বিনষ্ট হইলেও আমি নষ্ট হইনা।

সমস্ত শাস্ত্রেই পরমেশ্বর নারায়ণকেই সমস্ত কিছুর পরমাত্মা হিসেবে নির্ণয় করিয়াছেন।

উতঙ্কমুনির হরিস্তব।

সর্বশাস্ত্রজ্ঞ সূতের নিকট ঐ বিবরণ শ্রবণ করিয়া মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাভাগ! সে স্তোত্র কি? দেবদেব জনার্দ্দন কেনই বা পুণ্যাত্মা উতঙ্কের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কি বর দান করিলেন?” প্রত্যুত্তরে সূত বলিলেন, "হে মুনিগণ! মুনিবর উতঙ্ক যে স্তব পাঠ করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাদিগের নিকট কীর্তন করিতেছি। সেই হরিধ্যানপর তপোনিধি পাপাচারী কনিককে মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া করুণাময়ের অনন্ত মহিমা চিন্তা করিতে করিতে ভক্তিভাবে গদ্গদ হইয়া উঠিলেন এবং রোমাঞ্চিত- দেহে বলিতে লাগিলেন, "জগন্নিবাস, জগদন্তহেতু আদিদেব পরমেশ্বরকে নমস্কার। যাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা উদ্ভুত হইয়া অখিলজগৎকে সৃষ্টি করিতেছেন, যাঁহার ক্রোধ হইতে রুদ্র সম্ভূত হইয়া সংসার সংহার করিতেছেন, সেই আদিদেব জগন্নাথকে প্রণাম করি। শঙ্খ, চক্র, অসি ও শার্ঙ্গাদি যাঁহার হস্তের আয়ুধ, যিনি নিখিল জগতের একমাত্র হেতু, যিনি বেদান্তবেদ্য, পুরাণপুরুষ, সেই পদ্মাপতি, পদ্মপলাশলোচন বিচিত্রবীর্য্য বিষ্ণুর চরণতলে প্রণত হইলাম। যিনি সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞানীদিগের

যিনি জ্ঞানাত্মক, সেই পরমাত্মা দয়ার্ণব হরির চরণে শরণ লইলাম; প্রভু আমার মনোভিলাষ পূরণ করুন। যিনি স্কুলসুমাদিভেদে জগতের সর্বত্র বিরাজ করেন, সেই পরমাত্ম। পরমেশ্বরকে নমস্কার। পরমতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণই যাঁহার সূক্ষ্মতম রূপ নয়নগোচর করিয়া থাকেন, সেই মায়াহীন, গুণজাতিবর্জিত, নিরঞ্জন, নির্ম্মল ও অপ্রমেয়, সেই সর্বগত বিষ্ণুকে নমস্কার। যিনি এক ও অদ্বিতীয়, উপাধিভেদে যিনি সর্বত্র ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েন, যাঁহার মায়াতে মোহিত হইয়া

মানবগণ পরমতত্ত্ব ভুলিয়া যায়, নির্ম্মম জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যাঁহাকে সর্বাত্মক বিষ্ণুরূপে দেখিতে পান, সেই নির্গুণ, পরমানন্দ, অমেয়, অজর অনন্তদেবকে নমস্কার। যাঁহা হইতে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহাতে ইহা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যিনি জীবের চৈতন্য- স্বরূপ, সেই জগতের আধার, চিন্মাত্র বাসুদেব জনার্দ্দনকে নমস্কার। যোগিগণের হৃদয়নিলয়ে নিরন্তর বিরাজ করিয়া যিনি তাঁহাদের দ্বারা সেবিত হইতেছেন, যিনি যোগের আদিভূত, যিনি স্বয়ং নাদাত্মক ও নাদবীজ, সেই প্রণবাত্মক প্রণবস্থিত সচ্চিদানন্দ পরাত্মাকে নমস্কার। যিনি অক্ষয় ও অনন্ত, যিনি জগতের সাক্ষী, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সেই নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বরূপকে নমস্কার। যিনি ইন্দ্রিয়, যিনি মন, যিনি বুদ্ধি, যিনি তেজ বল ও ধৃতি, সেই অনাদিনিধন, শান্ত সর্ব্বধাতাকে নমস্কার। যিনি বর, বরেণ্য, বরদাতা ও পুরাণপুরুষ, সেই সর্ব্বগত সনাতন বিষ্ণুর চরণতলে প্রণত হইলাম। যাঁহার চরণবারি ভবরোগের প্রধান ঔষধ, যাঁহার পদরজ সিদ্ধির একমাত্র সাধন, যাঁহার পবিত্র নাম ভবসিন্ধুর একমাত্র তরণী, সেই অপ্রমেয় নারায়ণকে নমস্কার। যিনি রূপহীন হইয়াও সরূপ, যিনি সদসদ্রূপ, যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ, সেই নিরঞ্জন, নিরাকার, অব্যয় পরমাত্মাকে নমস্কার। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে মানবের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, পরমা বিদ্যার সাহায্যে পরমযোগী যাঁহাকে এক, অদ্বিতীয়, নিত্য নিরঞ্জনরূপে দেখিতে পান, এবং অবিদ্যার সাহায্যে মায়ামুগ্ধ মানব যাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে কল্পনা করে, সেই মহতের মহত্তর, অণুর অনীয়ান, সর্ব্বোপাধিবর্জিত নিত্য পরমানন্দময় পরব্রহ্মকে নমস্কার।

হে বিষ্ণো! হে কৃষ্ণ! হে জগদ্ধাম! আমি আপনার চরণতলে শরণ

লইলাম, আমাকে উদ্ধার করুন। ক্রিয়া- নিষ্ঠ যোগিগণ যাঁহাকে দেখিতে পান, সেই পূজ্যের পূজ্যতর শান্ত পরম পুরুষকে নমস্কার। যিনি এই বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, অন্তঃ - করণের সংযোগে যিনি জীবনামে কথিত হইয়া থাকেন, নির্ম্মম পরমতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বানগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া কীর্তন করেন, সেই পরাৎপরতর বিষ্ণুকে নমস্কার। যিনি কালাত্মক ও কালভাগহেতু; যিনি গুণত্রয়ের অতীত, গুণেশ, অজ, গুণপ্রিয় ও কামদ, তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার। ব্রহ্মাবিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার রূপ, বল, প্রভাব ও কর্ম্মাদি আজিও জানিতে পারে নাই;

আমার কি এমন ক্ষমতা আছে যে, সেই আত্মরূপ

জগন্নাথকে সন্তুষ্ট করি? হে নারায়ণ! হে করুণাময়

জগৎপতে! আমি অকূল সংসারসাগরে পতিত হইয়া

অতিশয় আকুল হইয়াছি, সংসারের শত সহস্র পাপ

আসিয়া আমাকে বাধা দিতেছে, আমি নিতান্ত অজ্ঞানের

ন্যায় বিভ্রান্তভাবে এই সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, আপনি আমাকে ত্রাণ করুন, আপনার চরণে শরণ লইলাম। হে বিষ্ণো! আমি অতিশয় অকিঞ্চন,অতি হতভাগ্য, অকীর্ত্তিমান, কৃতঘ্ন ও পাপী; পতিতপাবন, করুণানিধে! আমাকে ত্রাণ করুন, -ত্রাণ করুন। আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।” বিপ্রেন্দ্র উতঙ্কের এই ভক্তিপূর্ণ স্তব শ্রবণ করিয়া দয়ার্ণব কমলাপতি বরদমূর্ত্তিতে তাঁহার প্রত্যক্ষে আবির্ভূত হইলেন। ভগবানের বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায় ভাস্বর, নয়নযুগল ফুল্লকমলব আয়ত, মস্তকে কিরীট, শ্রবণে কুণ্ডল, নাসাগ্রে রমণীয় মুক্তাফল, কণ্ঠদেশে সুবর্ণহার ও বনমালা, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন

অঙ্কিত, বাহুতে কেয়ূর, গলে হেমযজ্ঞোপবীত; পরিধানে পীতাম্বর, চরণে কিঙ্কিণী ও নুপুর, কোমল তুলসীদলে তাঁহার চরণকমল অর্চ্চিত। ভক্তবৎসল জগন্নাথ গরুড়ধ্বজের ঐ মনোহর বেশ দেখিয়া ভক্তিবিহ্বলভাবে উতঙ্ক ভগবানের চরণতলে পতিত হইলেন এবং আনন্দাশ্রুজলে তাঁহার চরণকমল ধৌত করিয়া ভক্তিগদগদস্বরে বলিলেন, "মুরারে! আমাকে রক্ষা করুন-রক্ষা করুন। "করুণাময় কৃষ্ণ তাঁহাকে সাদরে ভূমিতল হইতে উত্থাপন করিলেন এবং সাহলাদে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমার আর কিছুই অপ্রাপ্য নাই-কোন কার্য্যই অসাধ্য নাই।”দেবদেব জনাদ্দনের ঐ দয়াপূর্ণ বাক্য শ্রবণে উতঙ্ক মুনি ভগবানের চরণতলে পুনর্ব্বার পতিত হইয়া বলিলেন, "হে দেব! হে জগন্নাথ! আপনি আর আমায় কি ভুলাইবেন? অন্য বর আর আমি কি চাহিব? ভক্তবৎসল! জন্মজন্মান্তরে তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অচলা থাকে, এই বর প্রার্থনা করি। হে কেশব! কি কীট, কি পক্ষী, কি মৃগ, কি সরীসৃপ, কি যক্ষরক্ষ, পিশাচ, কি মানব-আমি যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করি না কেন, তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন চিরকালের জন্য দৃঢ়া ও অব্যভিচারিণী থাকে, -এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।”

"তাহাই হউক” বলিয়া নারায়ণ স্বীয় হস্তস্থ শঙ্খপ্রান্তে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে যোগিগণের দুর্ল্লভ দিব্যজ্ঞান প্রদান করিলেন এবং মুনিবরকে পুনর্ব্বার স্তব করিতে দেখিয়া তাঁহার মস্তকে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক স্মিতমুখে আবার বলিলেন,- “হে বিপ্রসত্তম! ক্রিয়াযোগে আমার আরাধনা করিয়া নরনারায়ণের স্থানে গমন করিলে মোক্ষ লাভ করিবে। তোমার এই স্তোত্র যে নর সতত পাঠ করে, তাহার সকল বাসনা চরিতার্থ হয়, সে মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ

হইয়া থাকে।” নারায়ণ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন এবং মহামুনি উতঙ্কও পবিত্র নরনারায়ণের স্থানে গমন করিয়া পরম মোক্ষ লাভ করিলেন।

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! অতএব দেবদেব জনার্দ্দনের প্রতি যাহাতে ভক্তি অচলা থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া সকলের উচিত, অতএব আপনারা মহাদেব

গরুড়ধ্বজকে পরম ভক্তিসহকারে পূজা করুন। তাঁহাকে ভক্তিসহকারে পূজা করিলে, তাঁহার চরণতলে প্রণত হইলে, অথবা তাঁহাকে ধ্যান করিলে জীব মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হয়। যিনি ঐহিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ পুণ্য ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ভক্তিসহকারে ত্রিলোকনাথ নারায়ণকে পূজা করিবেন। যিনি সমাহিতমনে এই অধ্যায় পাঠ কিম্বা শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারেন।

নারদীয় পুরাণ :- ৩৪ অধ্যায়

বৈষ্ণব

পদ্মপুরাণের উত্তর খন্ডের আটষট্টিতম অধ্যায়ে বৈষ্ণবদের সম্পর্কে বর্নিত আছে। যথা :

মহেশ্বর কহিলেন; হে নারদ ! বৈষ্ণবগণের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ করো। ইহা শ্রবণে লোক ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে মুণিবর ! বৈষ্ণবগণের স্বরুপ এবং যে সম্প্রতি তা তোমায় বলিতেছি। 'বিষ্ণুর ইহা ' এই অর্থে বৈষ্ণব শব্দটি ব্যবহৃত। সর্ববর্ণ

মধ্যে বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। যাহাদের আহার পুণ্যতম তাহাদের বংশেইই বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। হে দ্বিজ ! ক্ষমা, দয়া, তপস্যা এসকল যাদের আছে; তাহাদের দর্শন মাত্রই পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যাহার মতি হিংসাধর্ম হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুতেই অবস্থিত; যিনি নিত্য শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারন করেন, যাহার কন্ঠে তুলসী কাষ্ঠজাত মালা রহিয়াছে, যিনি নিত্য দ্বাদশ তিলক ধারন করেন, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্পর্কে অবগত আছেন, তিনিই বৈষ্ণব নামে অভিহিত। নিত্য

যিনি বেদশাস্ত্ররত, নিত্য যজ্ঞযাজক এবং পুনঃ পুনঃ

যাহারা চতুর্বিংশতি উৎসবের অনুষ্ঠাতা, তাহাদের কুলই ধন্যতম। যাহার কুলে একজনও ভাগবত নর জন্মগ্রহণ করেন, তৎকর্তৃক স্বীয় কুল পুনঃপুনঃ তারিত হইয়া থাকেন। যাঁহাদের দর্শনমাত্রই ব্রহ্ম-হত্যাকারীও শুদ্ধ হয়, দেবর্ষে ! কি বলিব, তাহাদের তুল্য ধন্যতম ব্যক্তি কে এই জগতে আছে? হে মহামুনে; এই জগতে যেসকল বৈষ্ণব দৃষ্ট হন তত্বজ্ঞগণ তাহাকেই বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান করেন। যিনি বিষ্ণু পূজা করেন, তৎকর্তৃক সকলেরই পূজা করা হয়।

যিনি বৈষ্ণবগণকে পূজা করেন, তৎকর্তৃক মহাদান কৃত হইয়া থাকে। যাহারা বিষ্ণু পূজা করেন, তাহারাই প্রকৃত ধন্যতম। তাহাদের দর্শন মাত্রই মানব মহাপাতক হইতে মুক্ত হন। হে বিপ্র ! বার বার অধিক বলিয়া কি হইবে? বৈষ্ণব জনগনের দর্শনে এবং স্পর্শনেও পরম সুখ হইয়া থাকে। যেমন বিষ্ণু তেমন বৈষ্ণব, ইহাদের কোনো ভেদ নেই। বৎস! ইহা বুঝিয়া লোকজন বৈষ্ণবের পূজা করিয়া থাকেন। ভূতলে যাহারা একটি মাত্র বৈষ্ণবকে ভোজন করান, তাহাদের সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইয়া থাকে।

পরম প্রভূ শ্রীহরি নারায়ণই হচ্ছেন পরমব্রহ্ম !

শাস্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় পরমপ্রভূ নারায়ণকেই পরমব্রহ্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

একো বৈ নারায়ন আসীন্ ন ব্রহ্মা না ঈশানো নাপো

নাগ্নি -সমৌ নেমে দ্যাবা পৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য।

অনুবাদঃ সৃষ্টির আদিতে কেবল পরম পুরুষ নারায়ন ছিলেন।ব্রহ্মা ছিল না,শিব ছিল না, অগ্নি ছিল না,চন্দ্র ছিল না,আকাশে নক্ষত্র ছিল না এবং সূর্য ছিল না। (মহা উপনিষদ-১)।

অথ পুনরেব নারায়ণঃ সো'ন্যাতকামো মনসা গ্যয়তা।

তস্য ধ্যানন্তঃ স্থস্য লালাটাত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃপুরুষো জয়তে।

বিভ্রাশ্চর্যং যশঃ সত্যং ব্রহ্মচর্যং তপো বৈরাগ্যং মন ঐশ্বর্যং সপ্রাণভা ব্যাহৃতয়া গ্রাগ্যজুঃসামথর্বংশংসীং সার্বণ্দাসিং।

তস্মাদীষানো মহাদেবো মহাদেবঃ ॥ (মহো: ৭)

অনুবাদ :

অতঃপর, তিনি (বিরাটপুরুষ) ভগবান নারায়ণ তাঁর অন্তর থেকে আরেকটি ইচ্ছা পোষণ করিলেন। তার ইচ্ছের ফলে, তিন চোখ এবং তার হাতে একটি ত্রিশূল ধারণ করা একজন পুরুষ তার কপাল থেকে জন্মগ্রহণ করেন। সেই মহিমান্বিত পুরুষের দেহে খ্যাতি, সত্য, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, বৈরাগ্য, নিয়ন্ত্রিত মন, শ্রীসম্পন্নতা ও ওঁ কার , ঋগ, যজুঃ,

সাম, অথর্ব ইত্যাদি চারটি বেদ ও সমস্ত মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এ কারণে তিনি ঈশান ও মহাদেব নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

-- পরমব্রহ্মকে নির্ণয় করার সহজ উপায় হচ্ছে - তার নিত্যতা, শুদ্ধতা, স্বতন্ত্রতা ইত্যাদি গুণের বিচার।

যার মধ্যেই এইগুলি বিদ্যমান থাকবে তিনিই পরমব্রহ্ম। চলুন শাস্ত্র প্রমাণে দেখে নেই কার মধ্যে এগুলো বিদ্যমান।

১। নিত্যতা - ব্রহ্মের মধ্যে নিত্যতা গুণ থাকতে হবে। তিনিই একমাত্র নিত্য বস্তু। তিনি ছাড়া বাকিসব অনিত্য। চলুন আমাদের শাস্ত্রে কাকে নিত্য বলা হইয়াছে -

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেক" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১/৪/১১)- সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন।

- তাহলে সেই ব্রহ্মের নাম কি? সে সম্পর্কে শ্রুতি বচন-

"তদাহুরেকো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ ন ব্রহ্মা নৈশানো নাপো নাগ্নীষোমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্যো ন চন্দ্রমাঃ।"(মহোপনিষদ ১/১)

অনুবাদ - সৃষ্টির আদিতে কেবল পরম পুরুষ নারায়ণ ছিলেন।ব্রহ্মা ছিল না,শিব ছিল না,আপ(জল),অগ্নি, সোমাদি দেবগণ ছিল না, দ্যুলোক ছিল না, আকাশে নক্ষত্র ছিল না এবং সূর্য-চন্দ্রও ছিল না।

"পুরুষো হ নারায়ণোহকাময়ত অতিতিষ্ঠেয়ঁ সর্বাণি ভূতান্যহমেবেঁদ সর্বং স্যামিতি।।"

(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩/৬/১/১)

অনুবাদ - পরমপুরুষ নারায়ণ সৃষ্টির কামনায় সঙ্কল্প করলেন ও সৃষ্ট জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত জগৎ হলেন।

মহাভারত - শান্তিপর্ব - ৩২৫ - ৩২ এ বলা হচ্ছে -

অনুবাদ - সেই এক সনাতন পুরুষ বাসুদেব ব্যতীত জগতে স্থাবর বা জঙ্গম কোন প্রাণীই নিত্য নহে।

নারায়ণ উপনিষদ - ২ এ বলা হচ্ছে -

অনুবাদ - নারায়ণই একমাত্র নিষ্কলঙ্ক, নিরঞ্জন, নির্বিকল্প ও বিশুদ্ধ।

"বিশ্বতঃ পরমান্নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্"

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০-১৩-২)।

ভগবান নারায়ণ বিষ্ণুই পূর্ব থেকে বিদ্যমান বা নিত্য ।

"যঃ পূর্ব্ব্যায় বেধসে নবীয়সে" (ঋগ্বেদ - ১-১৫৬-২)-

অনুবাদ - যে বিষ্ণু পূর্ব থেকে বিদ্যমান এবং জগৎসৃষ্টিকর্তা সদা নিত্যনতুন। এই নারায়ণ নামক পরব্রহ্মের কোন বিনাশ নেই তিনি অক্ষর।

"বিশ্বে নারায়ণং দেবং অক্ষরং পরমং পদম্"

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক - ১০ - ১৩ - ১)

অনুবাদ - এই নারায়ণই এই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়েছে, সেই দেব অক্ষর অর্থাৎ বিনাশরহিত, তিনিই সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়/গতি।

২। সৃজন ক্ষমতা - পরমপুরুষ নারায়ণের থেকেই সমস্ত জীব সহ ত্রিদেবের উৎপত্তি। এ বিষয়ে পরের পৃষ্ঠাগুলোতে বর্ণনা করা আছে।

৩।সর্বব্যাপতা - শ্রুতি শাস্ত্রে ভগবান নারায়ণকেই একমাত্র সর্ব্বব্যাপী হিসেবে অভিহিত করা হইয়াছে।

তাইতো শ্রুতি শাস্ত্রে বলা হচ্ছে -

তৈত্তিরীয় আরণ্যক - ১০-১৫-১

অনুবাদ - এই বিশ্বে যা কিছু দর্শন করা যায় এবং শ্রবণ করা যায়, নারায়ণই ঐ সকল বস্তুর ভিতর এবং বাহিরে সর্বত্র বিরাজমান (ব্যপ্ত) হইয়া থাকেন।

এছাড়াও সকল শাস্ত্রেই নারায়ণকে সকল জীবের অভ্যন্তরীণ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

৪। শুদ্ধতা: ব্রহ্ম হবেন পাপপূণ্য বর্জিত নিত্য শুদ্ধ। তার মধ্যে কোনো খারাপ গুণ থাকবেনা।

"এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো"

[ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮|১|৫]-অনুবাদ-এই পরমাত্মা (অপহতপাপ্মা) পাপপুণ্যময় কর্মরহিত সর্বদা বিশুদ্ধ, মৃত্যুরহিত, জরারহিত শোকরহিত।

"কেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ"-(পতঞ্জলি যোগসূত্র ১/২৪)

অনুবাদ - অবিদ্যাদি ক্লেশ, পূণ্য-পাপজনিত কর্মসংস্কার ও সেজন্যে কার্য বিনা কর্মফল ও অন্তর্নিহিত বাসনাগুলিতে(আশয়ে) সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ কালত্রয়েও সংস্পৃষ্ট নন, এমন পুরুষবিশেষই ঈশ্বর।

এখন চলুন শাস্ত্র প্রমাণে দেখে নেই কাকে নিত্যশুদ্ধ বলা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণ ৬-৭-৭৫ এ বলা হচ্ছে -

অনুবাদ - যোগীগণের নারায়ণে চিত্ত স্থির করাই হলো শুদ্ধ ধারণা।

কারণ পরব্রহ্ম ভগবান নারায়ণ পাপপুণ্যময় কর্ম থেকে রহিত। তাই শ্রুতিতে ভগবান নারায়ণকে শুদ্ধদেব বলে অভিহিত করা হয়েছে।

"নিষ্কলো নিরঞ্জনো নির্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণঃ। ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ।"

(নারায়ণোপনিষদ ২)

অনুবাদ - নারায়ণই একমাত্র নিষ্কলঙ্ক, নিরঞ্জন, নির্বিকল্প, অবর্ণনীয়, বিশুদ্ধ দেব। তাহার অতিরিক্ত অন্য কেউ নেই।

"স এষ সর্বভূতান্তরাহপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" (সুবালোপনিষদ ৭-১)

অনুবাদ - সমস্ত ভূতসমূহের অন্তরাত্মা, যিনি পাপপুণ্যময় কর্মরহিত শুদ্ধদেব, তিনি এক দিব্যদেব নারায়ণই।

৫। শ্রেষ্ঠত্ব - পরম ব্রহ্ম হচ্ছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার থেকে দ্বিতীয় কেহ শ্রেষ্ঠ নেই। আর সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই হচ্ছেন নারায়ণ -

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬-৮)

অনুবাদ - তাহার সমতুল্য বা অধিক দৃশ্যমান হয় না।

"পরং হি পুণ্ডরীকাক্ষান্ন ভূতং ন ভবিষ্যতি"

(মহাভারত - ভীষ্মপর্ব- ৬৭-১৭)

অনুবাদ - পুণ্ডরীকাক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ না ভূতকালে কেউ ছিলো না ভবিষ্যতে হবে।

"নাস্তি তস্মাৎপরতরঃ পুরুষাদ্বৈ সনাতনাৎ" (মহা০ শান্তি০ ৩৪৭/৩১)- সেই সনাতন বাসুদেব পুরুষ থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই।

"নারায়ণপরো দেবো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি"

(মহাভারত - হরিবংশ-ভবিষ্যপর্ব-৩৩-৩৮)

অনুবাদ - নারায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠ দেব না অতীতে ছিলো না ভবিষ্যতে হবে।

"নাস্তি নারায়ণসমং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি"

(মহাভারত - আদিপর্ব - ১-৩৪)

অনুবাদ - ভূতকালে নারায়ণের সমতুল্য কেউ ছিলো না ভবিষ্যতে হবে।

"ন পরং পুণ্ডরীকাক্ষাদ্দৃশ্যতে ভরতর্ষভ"

(মহাভারত - ভীষ্মপর্ব - ৬৭- ২)

অনুবাদ - হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পুণ্ডরীকাক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ দৃশ্যমান হয় না।

৬। আশ্রয়দাতা - সমস্ত জীবের যিনি আশ্রয়দাতা তিনিই পরমব্রহ্ম। কারন এই সম্পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাহার শরীর। তাই তিনিই সমস্তকিছুর আশ্রয়দাতা।

শাস্ত্রে বলা হচ্ছে -

"মহদ যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে তপসি ক্রান্তং সলিলস্য পৃষ্ঠে।

তস্মিচ্ছ্রয়ন্তে য উ কে চ দেবা বৃক্ষস্য স্কন্ধঃ পরিত ইব শাখাঃ।। (অথর্ববেদ ১০-৭-৩৮)

অনুবাদ: এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক পরমপূজ্য রয়েছে, যিনি জলের উপরের শোভিত হোন, যাকে তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত করা যায়, যেভাবে বৃক্ষের মূলে শাখা আধারিত থাকে ঠিক সেভাবে সমস্ত দেবগণ তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

"প্রহ্লাদ উবাচ"

ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্

স বৈ বলং বলিনাং চাপরেষাম্।

পরেঽবরেঽমী স্থিরজঙ্গমা যে

ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ ।।" (ভাগবতপুরাণ ৭/৮/৮)

অনুবাদ: ভক্ত প্রহ্লাদ বললেন—দৈত্যরাজ ! ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে তৃণ পর্যন্ত ছোট বড়, চরাচর সমস্ত জীবকুলকে ভগবান নিজের অধীনেই রেখেছেন। কেবলমাত্র আপনার বা আমার নয় সংসারের

সমস্ত প্রাণীর শক্তিও তিনিই।

"রুদ্রং সমাশ্রিতা দেবা রুদ্রো ব্রাহ্মণমাশ্রিতঃ।।

ব্রহ্মা মমাশ্রিতো রাজন্নাহং কঞ্চিদুপাশ্রিতঃ।

মমাশ্রয়ো ন কশ্চিত্তু সর্বেষামাশ্রয়ো হ্যহম্।।"

(মহাভারত-আশ্বমেধিকপর্ব -১১৮-৩৭,৩৮)

অনুবাদ: (শ্রীমন্নারায়ণ বলেছেন) সমস্ত দেবতারা শিবের শরণাপন্ন, শিব ব্রহ্মার শরণাপন্ন, ব্রহ্মা আমার শরণাপন্ন কিন্তু আমি কারও শরণাপন্ন না, কারণ হে ভরত, আমিই স্বতন্ত্র এবং সবার আশ্রয়।

৭। উপাদান ও নিমিত্ত কারণত্ব -

পরমব্রহ্ম হচ্ছেন সকল কিছুর নিমিত্ত ও উপাদান কারন।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ এর ৮ম স্কন্ধম্ এর ১২ অধ্যায় এর ৪ নম্বর শ্লোকে মহাদেব শ্রীবিষ্ণুকে বলছেন - মহাদেব উবাচ :-

দেবদেব জগদ্ব্যাপীন্ জগদীশ জগন্ময়।

সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্বামাত্মা হেতুরীশ্বরঃ।।

অনুবাদ - মহাদেব বলিলেন :- দেবদেব ! হে জগদ্ব্যাপীন ! জগদীশ ! জগন্ময় ! আপনি যাবতীয় বস্তুর মূল নিমিত্ত ও উপাদান কারন। আপনি জড় প্রধান নহেন, পরন্তু সমগ্র চেতনের আত্মা ও ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ামক।

৮। স্বতন্ত্রতা - ব্রহ্ম হচ্ছেন একমাত্র স্বতন্ত্র। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ স্বতন্ত্র নেই। বাকিসব দেবতাই তার অধীন।

"ব্রহ্ম স আত্মা অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ ১-৫-১)

অনুবাদ - ব্রহ্মই সকলের আত্মা অন্যসকল দেবগণ তার অঙ্গস্বরূপ।

"যস্য ত্রয়স্ত্রিংশ্ দেবা অঙ্গে সর্বে সমাহিতাঃ"

(অথর্ববেদ ১০-৭-১৩)

অনুবাদ - যাহার অঙ্গে তেত্রিশ দেব সমাহিত।

এই থেকে স্পষ্ট সকল দেবগণ সেই জগতাধার স্বরূপ ব্রহ্মের অঙ্গ বা অংশস্বরূপ। সকল দেবগণ পরব্রহ্মের অংশ। তিনি সকল দেবতার রূপ।

তাহলে একমাত্র স্বতন্ত্র কে?

"বিষ্ণুঃ সর্বা দেবতা" (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ১-১-১)

অনুবাদ - বিষ্ণুই সকল দেবময়।

"মূল হি বিষ্ণুর্দেবানাং"(ভাগবতম্ ১০-৪-৩৯)

অনুবাদ - বিষ্ণুই হলো সকল দেবতাদের মূল।

নারায়ণ অনুবাকে বলা হয়েছে -

"সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০-১৩-১২)।

অনুবাদ- স্বরাট শব্দের অর্থ হলো "স্বয়ং রাজতে ইতি স্বরাট্"- যিনি স্বতন্ত্র সত্তায় অধিষ্ঠিত তিনিই স্বরাট্। অর্থাৎ পরব্রহ্ম ভগবান

নারায়ণের কোনো নির্মাতা নেই এবং স্বয়ং স্বতন্ত্র বিধায় তিনি স্বরাট্।

৮। সর্বজ্ঞতা-পরব্রহ্ম সর্বজ্ঞ সকল কিছু সম্বন্ধে অবগত। "যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্" (মুণ্ডক উপনিষদ - ১-১-৯)

অনুবাদ - যিনি সর্বজ্ঞ, সবকিছু সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন।

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব॥"

(ঋগ্বেদ ১০-১২৯-৬)

অনুবাদ: কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা এই সৃষ্টির বিষয়ে বর্ণনা করবে? যে এই সৃষ্টি কোথা থেকে হলো এবং কোন প্রকারে(কারণে) উৎপন্ন হয়েছে? দেবগণ ভূতসৃষ্টির পরে উৎপন্ন হয়েছে। এই বিশ্ব যাহার থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাহাকে কে জানতে পারে?

সকল দেবতাগণেরই সৃষ্টি হয়েছে। তাই তারা কেউ সৃষ্টি, স্থিতি লয় এসব সম্পর্কে আবগত নন। কিন্তু একমাত্র নারায়ণই সর্ব্বজ্ঞ।

"অনন্তং অব্যযং কবিং সমুদ্রেন্তং বিশ্বশম্ভুবম্।"

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০-১৩-৬)

অনুবাদ: যিনি অনন্ত অসীম,শ্বাশত অপরিবর্তনীয়, সর্বজ্ঞ, যিনি সমুদ্রে বাস করে বিশ্বের মঙ্গল বিধান করে থাকেন।

"পরো মাত্রয়া তত্ত্বা বৃধান ন তে মহিমন্বশ্ববস্তি।

উভে তে বিদ্ম রজসী পৃথিব্যা বিষ্ণো দেব ত্বং পরমস্য বিৎসে।।

নতে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দিব মহিয়ঃ পরমন্তমাপ। উদগুভা নাকমৃষ্বং বৃহস্তং দাধর্থ” প্রাচীং ককভং পৃথিব্যাঃ।।"

(ঋগ্বেদ ৭-৯৯-১,২)

অনুবাদ:হে বিষ্ণু। তুমি মাত্রার অতীত শরীরে বর্ধমান হলে তোমার মহিমা কেউ জ্ঞাত হতে পারে না, পৃথিবী হতে আরম্ভ করে উভয় লোক আমরা জানি, কিন্তু তুমিই কেবল, হে দেব। পরমলোক অবগত আছ। হে বিষ্ণু! যারা জন্মেছে ও যারা জন্মাবে, কেউই তোমার মহিমার অন্ত দেখতে পায় না। দর্শনীয় বৃহৎ স্বর্গকে তুমি ঊর্ধ্বে ধারণ করেছ। তুমি পৃথিবীকে পূর্বদিক ধারণ করেছ।

পরব্রহ্ম ভগবান নারায়ণ বিষ্ণু সৃষ্টির সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত কিন্তু দেবগণ তাহাকে, তাহার উৎপত্তি ও সৃষ্টিতত্ত্বকে অবগত হতে পারে না।

"ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ।।" (গীতা ১০/২)

অনুবাদ: মহর্ষিরা বা দেবতারাও আমার উৎপত্তি অবগত হতে পারে না কারন আমি দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ।

এছাড়াও - বিষ্ণুপুরাণ - ৬ - ৫ -৭৭,৭৮ শ্লোকে বলা হচ্ছে-

৭৭. পূজ্য পদার্থ সূচিত করার লক্ষণ দ্বারা যুক্ত এই 'ভগবান' শব্দের বাসুদেবেই মুখ্য প্রয়োগ হয়ে থাকে, অন্যের জন্য গৌণ।

৭৮. কারণ যিনি সমস্ত প্রাণীদের উৎপত্তি ও বিনাশ, আসা-যাওয়া, এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাকে জানেন, তাঁকেই ভগবান বলার যোগ্য বলা

যায়।

এখানেও বলা হচ্ছে - পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব প্রাণীদের উৎপত্তি, বিনাশ, যাওয়া - আসা এবং বিদ্যা অবিদ্যাকে জানেন (অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ) তাই তিনি ভগবান।

৯।সর্বৈশ্বর্য্য: দেবগণ পরব্রহ্মের শক্তিতে উজ্জীবিত। শুধু দেবগণই নন সমস্ত বিশ্বই ভগবান নারায়ণের শক্তিতে উজ্জীবিত। সে সম্পর্কে নারায়ণসুক্তে বলা হয়েছে-

"বিশ্বং এব ইদং পুরুষঃ তদ্বিশ্বং উপজীবতি॥"

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০-১৩-২)

অনুবাদ - এই বিশ্বব্রহ্মান্ড একাকী সেই পরমপুরুষ নারায়ণের। এই মহাবিশ্ব এই পুরুষের কারণেই অধিষ্ঠিত রয়েছে।

পরব্রহ্ম নারায়ণের শক্তিতেই বিভিন্ন দেবগণ তাদের দেবশক্তি প্রাপ্ত হয়। পরব্রহ্মের সহায়তায় দেবগণ জয়লাভ করেন।

"অস্য দেবস্য মীড়হুষো বয়া বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথে হবির্ভিঃ।

বিদে হি রুদ্রো রুদ্রীয়ং মহিত্বং যাসিষ্টং বর্তিরশ্বিনাবিরাবৎ।।" (ঋগ্বেদ ৭/৪০/৫)

অনুবাদ: অতি উদার করুণাময় এই শ্রীবিষ্ণুদেবের অংশস্বরূপ অভিমত ফল প্রাপ্তি জন্য যজ্ঞান্তে হবি দ্বারা রুদ্রদেব তার রুদ্রিয় মহিমা প্রাপ্ত করেন এবং হে অশ্বিনী! তুমিও অন্নাদিভোগযুক্ত পদ প্রাপ্ত হয়েছো।

ঋকশ্রুতিতে দেখা যায় রুদ্রের যুদ্ধে পরব্রহ্মই ধনুবিস্তার করে দেন।

"অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।" (ঋগ্বেদ ১০/১২৫/৬)

অনুবাদ - ব্রহ্মদ্বেষী অসুরকে বধ করার জন্য আমিই রুদ্রের ধনুককে বিস্তার করি।

পরব্রহ্ম বিষ্ণু ইন্দ্রের শক্তিকে বৃদ্ধি করেন-

"তমস্য বিষ্ণুর্মহিমানমোজসাংশুং দধন্বান মধুনো বি

রূপশতে।

দেবেভিরিন্দ্রো মঘবা সয়াবভির্ব্বত্রং জঘন্বা অভবদ্বরেণ্যঃ।।" (ঋগ্বেদ ১০/১১৩/২)

অনুবাদ: বিষ্ণু নিজ তেজ জাত সোমলতাখন্ড প্রেরণ করে ইন্দ্রের শক্তি বর্ধন করে ছিলেন। ইন্দ্র সহযায়ী দেবতাদের সাথে একত্র হয়ে বৃত্রকে নিধনপূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন, সকলের বরণীয় ও ভজনীয় হলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণ - ১-১-২ - ১২ এ বলা হচ্ছে -

অনুবাদ: যজ্ঞই বিষ্ণু। দেবগণের মধ্যে যে পরাক্রম রয়েছে তা যজ্ঞই (বিষ্ণুই) নিজ পরাক্রম দ্বারা দেবগণকে পরাক্রমযুক্ত করেন। প্রথম পদ দ্বারা পৃথিবীকে, দ্বিতীয় পদ দ্বারা অন্তরিক্ষকে, তৃতীয় পদ দ্বারা

দ্যুলোককে। এই যজমানের জন্যও বিষ্ণু নামক যজ্ঞ এইসব পরাক্রমকে প্রাপ্ত করায়।

এছাড়াও - বিষ্ণুপুরাণ - ৬ - ৫ -৭৪,৭৭ শ্লোকে বলা হচ্ছে

-

৭৪. সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছটির নাম হলো ‘ভগ’।।

৭৭. পূজ্য পদার্থ সূচিত করার লক্ষণ দ্বারা যুক্ত এই 'ভগবান' শব্দের বাসুদেবেই মুখ্য প্রয়োগ হয়ে থাকে, অন্যের জন্য গৌণ।

এখানেও বলা হচ্ছে সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য ভগবান বাসুদেবের মধ্যেই রয়েছে।

উপরে উক্ত প্রমাণগুলো থেকে প্রমাণিত হয় নারায়ণই একমাত্র পরমব্রহ্ম।

মহাবিষ্ণু বা আদিনারায়ণ থেকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের উৎপত্তি

আমরা প্রায়ই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই। কোথাও বলা হচ্ছে - বিষ্ণু থেকেই ব্রহ্মা, রুদ্রের উৎপত্তি আবার কোথাও সদাশিব থেকে ত্রিদেবের উৎপত্তি। এ নিয়ে আমরা প্রায় বাকবিতণ্ডায় পরি। চলুন শাস্ত্র প্রমাণ থেকে দেখে নেওয়া যাক কার থেকে কে উৎপত্তি হয়েছেন।

পদ্মপুরাণ - ক্রিয়াযোগসার খণ্ডম্ - ২ - ১ থেকে ৬ এ বলা হচ্ছে -

ব্যাস কহিলেন, সৃষ্টির আদিতে মহাবিষ্ণু সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইযা স্বয়ং'ই স্রষ্টা, পালনকর্তা ও সংহর্তা, এই মুর্তিত্রয় হইলেন। হে শ্রেষ্ঠপুরুষ। মহাবিষ্ণু ঐ জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত আপন দক্ষিণাঙ্গ হইতে নিজেই ব্রহ্মা নামক নিজ আত্মাকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর জগৎপতি জগতের পালনের নিমিত্ত নিজ বামাঙ্গ হইতে নিজাংশ বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিলেন। হে মুনে ! অনন্তর ! হৃৎপদ্মনিলয় ভগবান জগতের সংহারার্থ

মধ্যাঙ্গ হইতে অব্যয় রুদ্রদেবকে সৃষ্টি করিলেন। রজঃ, সত্ত্ব ও তম, এই ত্রিগুণাত্মক পুরুষরূপে কেহ ব্রহ্মাকে, কেহ বিষ্ণুকে, এবং কেহ কেহ বা শঙ্করকে নির্দেশ করিয়া থাকেন।।

ফলতঃ একই বিষ্ণু ত্রিবিধ রুপ ধরে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছেন।

- পরমেশ্বর মহাবিষ্ণুর থেকেই যে ত্রিদেবের উৎপত্তি তা এখানে স্পষ্ট উল্লেখ্য হইয়াছে।

আবার -

বিষ্ণু পুরাণ ২ - ১ - ৫৯ থেকে ৬৩ নম্বর শ্লোকে -

হে মৈত্রেয়! কল্পান্তে তমোদ্রেকা জনার্দন ,

অতিভীষণ রুদ্ররূপা হইয়া অখিলভূতকে ভক্ষণ করেন। সমস্ত ভূতভক্ষণাস্তে জগৎ একাণ ধাকৃত হইলে পরমেশ্বর নাগপর্য্যঙ্গ-শয়নে শয়ন করেন। প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মরূপধারী পুনশ্চ সৃষ্টি করেন। ঐ একমাত্র ভগবান জনার্দ্দনই সৃষ্টি -স্থিত্যন্তকরণ জন্য ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। প্রভ বিষ্ণুই স্রষ্টা হইয়া

আপনাকে সৃজন করেন, পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকেই পালন করেন এবং শেষে সংহর্ত্তা ও উপসংহার্য্য হইয়া স্বয়ংই উপসংহৃত হন।

ব্যাখা - কল্পান্তে (কল্প শেষে) তমোদ্রেকা (সংহারার্থে তিনি নিজেই তমোরুপ ধারণ করেন) জনার্দন, অতিভীষণ রুদ্ররুপা (রুদ্ররুপ ধারণ) করিয়া অখিলভূতকে ভক্ষণ করেন (নিজের মধ্যে লীন করেন)। যেহেতু এই জগৎ নারায়ণের শরীর, তাই তিনি নিজেই এই শরীর নিজের মধ্যেই লীন করে নেন। এবং তিনিই ব্রহ্মারুপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি করেন। তিনি সৃষ্টি, পালন এবং সংহার নিমিত্ত নিজেই ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকা প্রাপ্ত হোন। তাইতো- মহাভারতে মোক্ষধর্ম ১৭৯/৪ ব্রহ্মা রুদ্র সংবাদে রুদ্রের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য-

"ভবান্তরাত্মা মম চ যে চান্যে দেহি সংজ্ঞিতা:।

অণ্যেষাং চ দেহিণাং পরমেশ্বরো নারায়ণ: অন্তরাত্মত্যাবস্থিত।।"

অনুবাদ: তোমার আমার এবং অপরাঅপর যে সব দেহধারী আছেন তাদের অন্তরাত্মা রূপে পরমে নারায়ণ অবস্থিত আছেন।

ব্যাখা - তোমার (রুদ্র) আমার (ব্রহ্মার) এবং অপরাপর যেসব দেহধারী আছেন বলতে এখানে বুঝিয়েছেন (জীবসকল)। এই সবকিছুর অন্তারাত্মারুপি নারায়ণই হচ্ছেন পরমাত্মা।

পরমেশ্বর নারায়ণ এবং ত্রিদেবের অন্তর্গত বিষ্ণুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র ত্রিদেবের অন্তর্গত বিষ্ণু পরমাত্মা নারায়ণের বৃহ্যপ্রকাশ। আমরা বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু তত্ত্বে কোনো প্রকার বিভেদ করিনা।

আবার মহাভারতে বলা হচ্ছে - ভগবান নারায়ণই সকল দেবতাকে

পদ প্রদান করেছেন -

মহাভারত - শান্তিপর্ব - ২০১ অধ্যায়ের- ৩৪ থেকে ৩৭ নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে -

এবং তিনি অমিততেজা ব্রহ্মাকেই বেদবিদ্যার রক্ষক করিলেন, আর মহাদেবকে ভূতগণ ও মাতৃগণের অধিপতি করিয়া দিলেন ॥৩৪॥

আরসর্বভূতাত্মা নারায়ণ যমকে পিতৃলোকের ও পাপের শাসনকর্তা করিলেন এবং কুবেরকে নিধিপতি করিয়া দিলেন ॥৩৫॥

ক্রমে নারায়ণ বরুণকে জল ও জলজন্মগণের অধিপতি করিলেন এবং ইন্দ্রকে সমস্ত দেবতার রাজা করিয়া দিলেন॥৩৬

সত্যযুগে মনুষ্যগণের যতকাল দেহধারণ করিবার ইচ্ছা হইত, ততকালই তাহারা দেহধারণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারিত, সুতরাং তৎকালে তাহাদের যমের ভয় ছিল না ॥৩৭

মহাভারত - শান্তিপর্ব - ৩২৭ অধ্যায়ের ১৮ থেকে ২০ নম্বর শ্লোকে বলেছে -

-নারায়ণের নির্দেশেই ব্রহ্মা এবং শিব কর্ম করিয়া থাকেন। এনারা নিমিত্তমাত্র।

এই দুইজন দেবশ্রেষ্ঠই নারায়ণের অনুগ্রহ ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং নারায়ণেরই আদেশে ইহাদের কর্মপন্থা নির্দিষ্ট হইয়াছিল; তাহাতেই ইহারা সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন ॥১৮।।

কিন্তু ইহারা সৃষ্টি ও সংহারে নিমিত্তমাত্র, সমস্ত প্রাণীকেই বরদান করিতে পারেন। আমিই প্রকৃত কর্তা; তবে ইহারা তন্মধ্যে রুদ্র মস্তকের উপরে জটাজুট অন্যস্থানেও জটামণ্ডল এবং মুণ্ডমালা ধারণ করেন,

শ্মশানে বাস করেন, ভীষণ সংহার কার্য্য করিয়া থাকেন, আর তিনি যোগী, অত্যন্ত ভীষণ, দক্ষযজ্ঞনাশক ও ভগদেবের নেত্রহারী ॥১৯-২০।।

-সদাশিবের উৎপত্তি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকেই-

শ্রীদেবীভাগবতের - ৯ ম স্কন্ধের - ২ অধ্যায়ে সদাশিবের জন্ম কথা উল্লেখ্য রয়েছে।

ঐ সময় কৃষ্ণও দ্বিধা বিভক্ত হইলেন, তাঁহার বামার্দ্ধ ভাগ মহাদেব এবং দক্ষিণার্দ্ধ গোপিকাপতি রূপে পরিণত হইল। ৮২। মহাদেবের শরীরপ্রভা বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; দেখিলে বোধ হয় যেন যুগপৎ শতকোটি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে। যাঁহার হস্তে ত্রিশূল ও পট্টিশ, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম, শিরে তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম বিলেপন, মুখে হাস্য এবং কপালে অর্দ্ধচন্দ্র ॥ ৮৩-৮৪। যাঁহার কটিতটে বস্ত্র নাই সুতরাং দিগম্বর; যাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ, অঙ্গে সর্প বিভূষণ, দক্ষিণ হস্তে অতি পরিপাটি রত্নমালা।-৮৫। যিনি পঞ্চমুখে কেম্বল সনাতন বেদমন্ত্র জপ করিতেছিলেন। যিনি সত্য-স্বরূপ পরমাত্মস্বরূপ, ঈশ্বরস্বরূপ, সমুদায় উপাদানেরও উপাদানস্বরূপ, সমুদায় মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি শোক ও ভরতঞ্জন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া মৃত্যুকে জয় করত মৃত্যুঞ্জয় নাম লাভ করিয়াছেন, সেই মহাদেব শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

ব্যাখা - এখানে স্পষ্ট রুপে সদাশিবের জন্ম এবং শরীরবৃত্তান্ত বলা হয়েছে। কারন শৈবদের মত হিসেবে যদি দেখে নেই তাহলে এখানে পঞ্চমুখে (সদাশিব) সনাতন বেদ মন্ত্র জপ করছেন। " পঞ্চমুখ "

শব্দটি দিয়ে কোনো নাম বুঝাচ্ছে না, প্রতিকৃতি বুঝাচ্ছে। আমরা সবাই জানি যে সদাশিবের হচ্ছে পঞ্চবদন অর্থাৎ পাঁচটি মুখ। তাই এখান থেকেই স্পষ্ট হয় যে - সদাশিবের উৎপত্তি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকেই।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের - ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ - ব্রহ্মখণ্ডম্ - তৃতীয় অধ্যায় এ ও সদাশিবের উৎপত্তির কথা উল্লেখ্য রয়েছে।

স্রৌতি কহিলেন,-পরে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্ব হইতে শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুক্লবর্ণ পঞ্চবদন দিগম্বর মহেশ্বর আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার কান্তি তপ্তকাঞ্চনতুল্য উজ্জ্বল, ও মস্তকে জটাভার। সুপ্রসন্ন বদন কমলে ঈষৎ হাস্য , ও প্রত্যেক বদনে তিন তিন নয়ন, ললাটদেশে চন্দ্র বিরাজমান। সেই যোগিগণের গুরুর গুরু সর্ব্ব-সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধপুরুষ করকমলনিকরে ত্রিশূল, পট্টিশ ও জপমালা ধারণ করিতেছেন। তিনি মৃত্যুস্বরূপ, এবং মহাজ্ঞানী। সেই জ্ঞানানন্দময় পরমেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় শিব, মহাজ্ঞানদাতা। তাঁহার মনোহর রূপে পূর্ণচন্দ্রকেও নিন্দা করিয়া থাকে। তিনি সুখদৃশ্য, বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমহেতু পুলকাঙ্কিতগাত্র ও সাশ্রুনেত্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদগদস্বরে সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮-২৩।

- দেবীভাগবতের থেকেও এখানে আরো স্পষ্টতর ভাবে সদাশিবের উল্লেখ্য রয়েছে। প্রথমে পঞ্চবদনের কথা উল্লেখ্য হইয়াছে। পরবর্তীতে

প্রত্যেক বদনেই ত্রিলোচনের কথা উল্লেখ্য হইয়াছে। এগুলো থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় এখানে সদাশিবের প্রতিকৃতিই উল্লেখ্য হইয়াছে। তাই সদাশিবের উৎপত্তি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকেই।

সিদ্ধান্ত - পরমেশ্বর ভগবান আদিনারায়ণ থেকেই - ত্রিদেব সহ সবকিছুর উৎপত্তি। এমনকি শৈবদের আরাধ্য সদাশিবের জন্মও পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ থেকেই।

শ্রুতি শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

ইদানীং একটি দাবী দেখা যাচ্ছে - শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর হলে বেদে তার নাম নেই কেনো?

বেদ বলতে - সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ এই চারটি ভাগকেই বুঝায়। শুধু সংহিতা ভাগকে বেদ মেনে বাকিগুলোকে ফেলে দিলে হবেনা।

বেদের সংহিতা ভাগ থেকে প্রথম প্রমাণ -

আমরা জানি যে বেদে বহু জায়গায় পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর নাম রয়েছে।

যেমন-

বিষ্ণোর্গোপা (ঋগ্বেদ ১/২২/১৮),

তদ্বিষ্ণো পরমং পদ (ঋগ্বেদ ১/২২/২০)।

এছাড়াও ঋগ্বেদের ১ম মন্ডলের ১৫৬নং সুক্তকে বিষ্ণু সুক্ত বলা বলা হয়।

মহাভারত মতে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং বিষ্ণু।

অনুগ্রহার্থং লোকানাং বিষ্ণুলোক নমস্কৃতঃ।

বসুদেবাত্তু দেবক্যাং প্রার্দুভূতো মহাযশাঃ।।

অনুবাদ - "ত্রিজগতের পূজনীয় মহাযশস্বী স্বয়ং বিষ্ণু লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য বসুদেব ও দেবকীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন"।(মহাভারত আদিপর্ব ৫৮/১৩৮)

অসতাং নিগ্রহার্থায় ধর্মসংরক্ষনায় চ।

অবতীর্ণো মনুষ্যানাম জায়ত যদুক্ষয়ে।।

অনুবাদ - "সেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুই দুর্জ্জনের নিগ্রহ এবং ধর্ম রক্ষার জন্য মনুষ্য মধ্যে অবর্তীন হইয়া যদু কুলে জন্মিয়া ছিলেন;তাঁহাকেই "কৃষ্ণ" বলা হয়।

(মহাভারত বন পর্ব ২২৬/৬৮)

এছাড়াও ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ কে বিষ্ণু বলা হয়েছে।ভগঃগীতা ১০/২০, ১১/২৪,১১/৩০।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং বিষ্ণু তাই বেদের যে বিষ্ণু তা শ্রীকৃষ্ণই।

বেদে বলা হয়েছে,

বিষ্ণোর্গোপা।।=বিষ্ণুই গোপাল। (ঋগ্বেদ ১/২২/১৮)

আমরা সবাই জানি যে, শ্রীকৃষ্ণের আরেক নাম গোপাল। কেননা তিনি সকল কিছুর পালন করেন। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের ৪৩/৯ এ

শ্রীকৃষ্ণ কে গোপাল বলা হয়েছে।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ কে গোপাল বলা হয় তাই বেদে যে গোপাল তা শ্রীকৃষ্ণই।

কেশী বিশ্বং স্বদৃর্শে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে।। (ঋগ্বেদ ১০/১৩৬/১)

অনুবাদ - কেশবই সমস্ত বিশ্বকে নিজ জ্যোতির দ্বারা দর্শন যোগ্য করে তোলেন।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বের বিষ্ণু সহস্র নাম স্ত্রোত্রের ৬৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে,

ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকেশঃ কেশব কেশিহা হরিঃ।

-বিষ্ণুই কেশব হন।

আমরা জানি যে মহাভারত মতে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং বিষ্ণু। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের আরেক নাম কেশব।ভগবদ গীতার ১/৩০,২/৫৪,৩/১,৩/১০,৩/১৪,১১/৩৫,১৩/১,১৮/৭৬ নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কে কেশব বলা হয়েছে।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কেশব তাই বেদে যে কেশব তা শ্রীকৃষ্ণই।

বেদে বলা হয়েছে,

"নারায়ণ পরব্রহ্ম তত্বং নারায়ণ পরঃ।।" (কৃষ্ণযজুর্বেদ ১০/১৩/৪)

(তৈত্তিরীয় সংহিতা ১০/১৩/৪)

"নারায়ণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম এবং সর্বোপরি।"

অর্থ্যাৎ শ্রীনারায়ণ (বিষ্ণু) হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

মহাভারত মতে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং নারায়ণ।

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ

তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীদ্বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।।"

(মহাভারত আদি পর্ব,৬২/১৫২)

অনুবাদ - " নারায়ণ নামে যিনি সনাতন ও যিনি দেবগনেরও দেবতা, তিনি মনুষ্যলোকে এসে প্রতাপশালী শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অর্থ্যাৎ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং নারায়ণ।আর বেদ মোতাবেক শ্রী নারায়ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

এখন অনেকেরই দাবী হতে পারে - সরাসরি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ নেই কেনো?

তার প্রত্যুত্তরে বেদেরই জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদে আমরা দেখতে পাই -

তদ্ধৈতদ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্তা উবাচ অপপিপাস এব স বভূব।

সোহন্তবেলায়া মেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত। অক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি।তেত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ।।(ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩/১৭/৬)

অন্বয়ঃ তৎ হ এতৎ (সেই এই তত্ত্বকে) ঘোরঃ আঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরা বংশোদ্ভূত ঘোর নামক ঋষি) কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় (দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে) উক্তা (বলে) উবাচ (বলেছিলেন) অপিপস (পিপাসা বিহীন) এব সঃ (কৃষ্ণ) বভূত (হয়েছিলেন) । সঃ (মানুষ) অন্তবেলায়াম (মৃত্যুকালে) এতৎ ত্রয়ম (এই তিন মন্ত্রকে) প্রতিপদ্যেতে (শরণ গ্রহণ করিবে)। অক্ষিতম্ (অক্ষর) অসি (হও) অচ্যুতম্ (অপরিবর্তনীয়) অসিঃ প্রাণ সংশিতম (প্রাণের সূক্ষ্মতত্ত্ব) অসি ইতি। তত্র (সে বিষয়ে) এতে দ্বৌ ঋচৌ(এই দুই ঋক্) ভবতঃ।

অনুবাদঃ" ঘোর আঙ্গিরস ঋষি দেবকীনন্দন কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এই তত্ত্ব বলেছিলেন।ইহা শুনে (কৃষ্ণ) নিস্পৃহ হইলেন।(ঘোর আঙ্গিরস বলিলেন) মৃত্যুকালে মানুষ এই তিন মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তুমি অক্ষর, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণ সংশিত। এই বিষয়ে দুইটি ঋক রয়েছে।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ কে অক্ষর বা ওঁ,অচ্যুত বলা হয়েছে। আর সেই দেবকীনন্দন কৃষ্ণ যে যজ্ঞপুরুষ (বিষ্ণু) এবং তার প্রীতির উদ্দেশ্যে পুরুষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

এই মন্ত্রের রঙ্গরামানুজ ভাষ্যে দেখতে পাই -

ভাষ্যঃ স ঘোর নামা ভগবচ্ছেষাত্বনুসন্ধানপূর্বক পুরুষ যজ্ঞোপসনানুষ্ঠানেন ব্রহ্মবিদ্যাং প্রাপ্যপিপাসো মুক্তো বভূবেত্যর্থঃ।

ততশ্চ ষোড়শাধিকবর্ষশতজীবন ফলকস্যাপি পুরুষযজ্ঞদর্শনস্য ভগবচ্ছেষাত্বনুসন্ধান পূর্বকর্মনুষ্টিতস্য ব্রহ্মবিদ্যাপযোগীত্বমপ্যস্তীতি ভাবঃ।

স বভূবেত্যস্য স ভবতীত্যর্থঃ।

সোহন্তবেলায়ামিত্যত্র স ইত্যস্য য ইত্যর্থঃ।

ততশ্চ যোহন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেতে সেহপিপাসো ভবতীত্যুবাবিদ্যাসাধিত চিরায়ুষ্ঠ্বানুগৃহীত ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠ পুরুষঃ।মরনকাল তত্রতন্মত্রয়ং জপেদিত্যর্থঃ।তত্র পরব্রহ্ম বিষয় এতাবৃত্মন্ত্রৌ ভবতঃ।

ভাষ্যানুবাদঃ পুরুষ যজ্ঞদ্রষ্ঠা অঙ্গিরসগোত্রীয় ঘোর নাম ঋষি ভগবানের শেষাত্ব অনুসন্ধান(দেবকীনন্দন কৃষ্ণের প্রীতির জন্য) এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির জন্য সেই পুরুষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই ঘোর নামক ঋষি ভগবানের শেষত্ব অনুসন্ধান করে পুরুষযজ্ঞোপসনা দ্বারা নিশ্চয়ই নিবৃত্ততর্থ বা জড়াতৃষ্ণা মুক্ত হয়েছিলেন।অন্তিমকালে যিনি এই মন্ত্র ত্রয়ের শরণ নেন তিনি মুক্ত হন। প্রয়াণকালে এই তিন মন্ত্র জপ করা কর্তব্য। হে পরব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ) তুমি অক্ষর তুমি অচ্যুত। তুমি প্রাণের থেকেও প্রিয়তম। এই বিষয়ে দুটি ঋক আছে।

দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা অর্জনের জন্য পুরুষ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে করেন।আর যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন ভগবান বিষ্ণু। আর ভগবান বিষ্ণুকে এখানে "দেবকীপুত্র কৃষ্ণ" নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেহেতু তিনি দেবকী গর্ভে নিজেকে প্রকাশিত করেন।

তাছাড়া নারায়ণ উপনিষদে ভগবান নারায়ণকে "দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ" নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনোম্ ।

সর্বভূতস্থমেকং নারায়ণম্।। (নারায়ণ উপনিষদ ৪)

অনুবাদঃ "দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরমেশ্বর, মধু নাম দৈত্য নিধককারী মধুসূদন হলেন পরমেশ্বর। সর্বত্র একমাত্র নারায়ণই।"

মহাভারতে ও বলা হয়েছে,

অনুগ্রহার্থং লোকানাং বিষ্ণুলোকনমস্কৃতঃ।

বসুদেবাত্তু দেবক্যাং প্রাদুর্ভূতো মহাযশাঃ ।।

অনুবাদঃ “ত্রিজগতের পূজনীয় মহাযশস্বী স্বয়ং বিষ্ণু লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য বসুদেব-দেবকীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।” (মহাভারত আদিপর্ব, ৫৮/১৩৮)

অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণের কথা উল্লেখ্য আছে।

এছাড়াও - নারায়ণ উপনিষদ - ৪ এ বলা হচ্ছে -

"ব্রহ্মন্যো দেবকীপুত্রঃ"

অনুবাদঃদেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান।

নারায়ণ উপনিষদ: ১০.১.২৯ এ বলা হচ্ছে -

"নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি।

তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।।

অনুবাদঃ "আমরা নারায়ণকে জানব। তাই বসুদেব তনয় বাসুদেবের ধ্যান করি। সেই ধ্যানে তিনি আমাদের প্রেরণ করুন।"

গোপালতাপনী উপনিষদ ১/১ এ বলা হচ্ছে -

" সচ্চিদানন্দরুপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিনে।

নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরুবে বুদ্ধিসাক্ষিনে।।"

অনুবাদঃ আমি শ্রী কৃষ্ণের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জ্ঞাপন করছি যার আপ্রাকৃত রূপ সৎ,চিৎ ও আনন্দময়। তাকে জানার অর্থ সমগ্র বেদকে জানা।

আবার;

গোপালতাপনী উপনিষদ ১/২১ এ বলা হচ্ছে -

"একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ"

অনুবাদঃ সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষোত্তম ভগবান,তিনিই আরাধ্য।

গোপালতাপনী উপনিষদ ১/২৪ এ বলা হচ্ছে -

" যো ব্রহ্মানং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ স্ম কৃষ্ণঃ"

অনুবাদঃ ব্রহ্মা যিনি পূর্বকালে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন,তিনি সেই জ্ঞান সৃষ্টির আদিতে শ্রীকৃষ্ণের থেকে প্রাপ্ত হন।

অর্থাৎ - বেদের জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকেই ব্রহ্মা প্রাপ্ত হয়েছেন।

এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণোপনিষদেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ্য রহিয়াছে। কলিসন্তরণ উপনিষদ, মহানারায়ণ উপনিষদ সহ অনেক শ্রুতি শাস্ত্রেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ্য রয়েছে।

আমরা যদি - ঋগ্বেদ সংহিতা: আশ্বলায়ন শাখা, ০৭.৫৬.০৪-০৫ এ দেখি, তাহলে সেখানে ও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা দেখতে পাই।

"কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ।

যমুনহ্রদে হ সো জাতো অসৌ নারায়ণবাহনঃ॥

যদি কালিকদূতস্য যদি কাঃকালিকাদ্ ভয়ম্।

জন্মভূমিং পরিক্রান্তো নির্বিষো যাতি কালিকঃ।।"

অনুবাদঃ যমুনার হ্রদে জন্মলাভ করা সহস্রহাতির ন্যায় বলশালী সেই কালিক নামক সর্প নারায়ণের বাহন।যদি ঐ কালিক সর্পের দূত কাঃকালিক নামক সর্পের থেকে ভয় পায়, তাহলে জন্মভূমি অতিক্রম করে সেই কালিক সর্প বিষহীন হয়ে যায়।

এখানে - পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন লীলার আভাস পাওয়া যায়।

শ্রী কৃষ্ণ কী মুক্তপুরুষ??

আর্য সমাজের উন্মাদনার নিবারণ

আজকাল নবীন আর্য সমাজীরা বেদান্ত সূত্রের কদর্থ করে শ্রীকৃষ্ণ কে মুক্তপুরুষ করার জন্য বেম পায়তারা করতেছে। তাদের এই উন্মাদনার নিবারণ স্বরূপ এই নিবন্ধ।আর্য সমাজীরা যেসব দাবি তুলেছেন প্রথমে সেকল সূত্রের আলোচনা করা হবে এবং পরে প্রমাণ করা হবে শ্রীকৃষ্ণ মুক্তপুরুষ নয় বরং মুক্তপুরুষরাই শ্রীকৃষ্ণের চরণের আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন।

মুক্তাত্মা কে?

[যে জীব সাংসারিক অবস্থাত্রয় হইতে হইতে মুক্ত হইয়া নিজ স্বরূপে অর্থ্যাৎ আনন্দঘন পরমাত্মা কে লাভ করেন তিনিই মুক্তাত্মা]

মুক্তাত্মার বৈশিষ্ট্য কেমন?

মুক্তত্মার বৈশিষ্ট্য কেমন হবে সে সমন্ধে বেদান্তে আলোচনা করা হয়েছে।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।।৪/৪/৪।।

অর্থ্যাৎ মুক্তাত্মা পরব্রহ্মকে অবিভক্ত রূপে অনুভব করেন।পরমাত্মার একান্ত ঐক্য দর্শন করেন।মুক্তাত্মা ব্রহ্মসমন্ধী গুণ সম্পন্ন হন ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮/৭/১ কথা।আর এই জন্যই মুক্তাত্মারা বদ্ধ জীবের মত নয়। এ সমন্ধে পরবর্তী সূত্রে বলা হয়েছে

সংকল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ।।৪/৪/৮।।

সকল জীবের সংকল্পসিদ্ধির জন্য প্রয়ত্নের প্রয়োজন। মুক্তাত্মা সেরূপ নহে। মুক্তাত্মার সংকল্প মাত্রেই সিদ্ধি হয়। অর্থ্যাৎ পরমেশ্বর ভগবানের যেমন সংকল্প করা মাত্রেই সিদ্ধি, মুকাত্মারও তদ্রুপ। এই রূপ ইচ্ছামাত্র সংকল্পসিদ্ধি শ্রেষ্ঠ যোগীগণেরও হয়।পরবর্তী সূত্রে আরো বলা হয়েছে।

অতত্রব চাননাধিপতিঃ।।৪/৪/৯।।

সত্যসংকল্পত্ব প্রাপ্তি হয় বলিয়া মুক্তাত্মা কাহারো অধীন নহে। তাই ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছে "স স্বরাড ভবতি"[৭/২৫/২]।সমুদয় লোকে মুক্তাত্মার স্বাতন্ত্র হয়। ভক্তের স্বাতন্ত্র্যের সহিত ভগবানের নিয়ন্তৃত্বের বিরোধ নাই।

উপরের এই সূত্র গুলোর উপর নির্ভর করেই নবীন আর্য সমাজীরা শ্রীকৃষ্ণকে মুক্তাত্মা বলে দাবি করেন। তারা বলেন শ্রীকৃষ্ণ একজন যোগী তিনি মুক্তাত্মা বলেই নিজেকে কখনো ঈশ্বর দাবি করেছেন। তারা আরো বলেন শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভগবদ গীতায় বলেছেন তিনিই সপ্ত মহর্ষি, তিনিই মনু, তিনিই এই জগতের সৃষ্টি কর্তা তেমনি উপনিষদেও দেখা যায় বামদেব ঋষি মনু হইয়া ছিলেন,সূর্য হইয়াছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। অতত্রব শ্রীকৃষ্ণ কখনোই ঈশ্বর হতে পারেন না। নিচে মুক্তাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবানের পার্থক্য নির্দেশ বেদান্ত সূত্র দেয়া হলো।

জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ।।৪/৪/১৭।।

মুক্তাত্মা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে কিন্তু জগদ্ব্যাপারবর্জং অর্থ্যাৎ "সৃষ্টি- স্থিতি-নাশ রূপে কার্য একমাত্র পরব্রহ্মেরই। মুক্তাত্মারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইলেও সে জগদ্ব্যাপার লাভ করতে পারে না।জগৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য ব্রহ্মের অসাধারণ লক্ষণ।সুতারাং বলা যায় পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া সৃষ্টি স্থিতি নাশ কেউই করতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হলো শ্রী কৃষ্ণ কি সৃষ্টি স্থিতি নাশ করতে পারেন না? উত্তরে অবশ্যই করতে পারেন মহাভারতে হাজার হাজার প্রমাণ আছে শ্রী কৃষ্ণই একমাত্র সৃষ্টি স্থিতি নাশের কারণ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই। কিন্তু এই নব্য সমাজীরা মহাভারতের প্রমাণ প্রক্ষিপ্ত বলে

চালিয়ে দিবেন। আমি বুঝি না মহাভারত আদি সকল গ্রন্থই যদি প্রক্ষিপ্ত হয় তবে হে নব বৈদিক পন্ডিত বেদ যে প্রক্ষিপ্ত নয় তার গ্যারান্টি কী?সেসব বাজে কথা বাদ আমি যুক্তির আলোকে প্রমাণ করবো শ্রীকৃষ্ণ মুক্তাত্মা নয়। তাই জানার প্রয়োজন পরব্রহ্ম কে?

বিকারাবর্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ।।৪/৪/১৯।।

বিকারাবর্তি বিকারের অবর্তি---জন্ম, স্থিতি,বৃদ্ধি,অবক্ষয়, পরিণাম, নাশ এই ছয় প্রকার বিকার যাহাতে বর্তে না তিনিই পরমেশ্বর ভগবান।

এখন নব সমাজীরা প্রশ্ন করবে শ্রীকৃষ্ণের কি জন্ম হয় নাই?

উত্তরঃ-জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু তবুও তিনি অজ। কারণ তার জন্ম ও সাধারণ জীবের জন্ম এক নয়। তার অবতরণে তার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় হয় নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন "আমি অজ আমি অব্যয়াত্মা, সর্বভূতের ঈশ্বর তাহা হইয়াও আপন প্রকৃতি বশীকৃত করিয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি।[ভগবদ গীতা-৪/৬] উক্ত শ্লোকের অব্যয়াত্মা শব্দের অর্থ হলো যাঁহার জ্ঞান শক্তির ক্ষয় নাই।তার জন্ম কর্মাধীন নয় কারণ তিনি ঈশ্বর।উক্ত শ্লোকে কৃষ্ণ বলেছেন তিনি আপন মায়ার দ্বারা জন্ম নেন। আপন মায়া কি? এই সম্পর্কে বঙ্কিম চন্দ্র বলেছেন -"সাধারণ লোক যেমন পরমার্থনিবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, এ সেরূপ জন্ম নহে"।এখন হয়তো নব সমাজীরা বলবে দেখুন এরকম জন্ম মুক্তাত্মারাও নিতে পারেন। অতত্রব এতে কোন মতেই প্রমাণ হয় না যে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর। তবে উত্তরে বলি ওহে নব সমাজী মুক্তাত্মা যদি সংকল্প মাত্রই জন্ম নিতে পারেন তবে ঈশ্বর কেন সংকল্প মাত্রই জন্ম নিতে পারবেন না? তাছাড়াও দেখুন শ্রীকৃষ্ণ নিজে কি বলেছেন--

জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোর্জুন।

হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথ ভাবে জানেন তাকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয় না তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন।[ভগবদ গীতা ৪/৯]

নব সমাজীরা বলুন তো কাকে জানিলে অথবা কার আরধানা, ভজন করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়?

পরমাত্মা নাকি মুক্তাত্মা

অবশ্যই পরমাত্মার ভজন করিলেই মোক্ষ সম্ভব। কোন প্রকার মুক্তাত্মার নয়।এখনো কি নব সমাজীরা বলবে যে শ্রীগীতার৪/৫,৬ শ্লোকে ঈশ্বর নয় বরং মুক্তাত্মার জন্মের কথা বলা হয়েছে? যদি নব আর্যরা বলে জন্ম নিলে ঈশ্বর হয় কিভাবে? তবি আবার চপেটাঘাত করে বলতে হয় বলুন তাহলে শ্রীগীতার৪/৯ শ্লোকে কার জন্মের কথা বলা হয়েছে। যদি বলেন মুক্তাত্মার। তবে বলুন মুক্তাত্মাকে তত্ত্বত জানিলে কিভাবে মোক্ষ লাভ সম্ভব হতে পারে?এরকম কোন শ্রুতিবাক্যে প্রমাণ মিলেছে কি? না কারণ কেবল মাত্র পরমাত্মাকেই জানিতে হইবে তবেই মোক্ষলাভ। বেদান্ত কহে ----

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।। ৪/৪/২২।।

ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছে[৮/১৫/১] "ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে" অর্থ্যাৎ পরমাত্মাকে জানিলে ব্রহ্ম লাভ হয়,তাকে আর সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিতে হয় না।এছাড়া ভগবদগীতা বলে ---

ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ, আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখ্পূর্ণ নশ্বর

সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, তারা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেন।[ভগবদগীতা-৮/১৫]

অতত্রব প্রমাণ হয় পরমেশ্বর ভগবান কে জানলেই কেবল মোক্ষলাভ। সুতরাং ভগবদগীতার ৪/৯ শ্লোকে ঈশ্বরের জন্মকেই স্বীকার করতে হবে। এবং সেই জন্ম হলো দিব্য। ইহা যাঁহারা তত্ত্বত জানে তারাই মোক্ষলাভ করবে।এছাড়াও আমি দেখাবো শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সৃষ্টি স্থিতি ও নাশের কারণ

"জন্মাদ্যস্য যতোহন্বয়াদিতয়তশ্চর্থেধভিজ্ঞঃ স্বরাট;তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যস্তি যৎসূরয়ঃ।তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমৃষা ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।ভাগবত-১/১/১।।

হে বসুদেব তনয় শ্রী কৃষ্ণ,হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান,আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, কেননা তিনি হচ্ছেন প্রকাশিত ব্রহ্মান্ড সমূহের সৃষ্টি,স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ।

জন্মাদ্যস্য যত।।১/১/২।।[ব্রহ্মসূত্র]

সেই ব্রহ্মই সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ

আমিই(কৃষ্ণ) জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের মূল কারণ[ভগবদগীতা-৭/৬]

অতত্রব হে নব আর্য সমাজীরা তিক্ত হলেও সত্যকে স্বীকার করে বলতেই হবে শ্রীকৃষ্ণ মুক্তাত্মা নয় বরং তাহার চরণ পাবার জন্যই মুক্তাত্মারাই ব্যাকুল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মহেশ্বর শব্দ নিয়ে এবং যোগযুক্ত নিয়ে শৈবদের অপপ্রচার খণ্ডন

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" সনাতন ধর্মের এক অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার। সনাতন ধর্মের সবার প্রিয় গ্রন্থ এইটি। আমরা সবাই জানি; পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞান অর্জুনকে দিয়েছিলেন। এইটা সকল আচার্যই মেনে নিয়েছেন। শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য সবাই মেনে নিয়েছেন "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" শ্রীকৃষ্ণের বাণী।কিন্তু নব্য শৈব প্রচার করতেছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শিবের বাণী এবং এখানে মহেশ্বরের আরাধনার কথা বলা হচ্ছে।

তারা প্রমাণ স্বরুপ "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার" ৫/২৯ এবং ১০/৩ শ্লোক উপস্থাপন করে। শ্লোকদ্বয় নিম্নে দেয়া হলো

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাংশান্তিমৃচ্ছতি।।

ভঃগীঃ৫/২৯

অর্থ: আমাকে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরুপে জেনে, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের উপকারী সুহৃদরুপে আমাকে জেনে, যোগীরা জড়জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করে।

যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।

অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।ভঃগীঃ১০/৩

অর্থ: যিনি আমাকে আদিহীন জন্মরহিত ও সর্বলোকের মহেশ্বর বলে

জানেন, মানুষের মধ্যে তিনিই মোহশুন্য হন এবং সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন।

এখান থেকে শৈবরা যুক্তি দেখান, মহেশ্বর (শিব) শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে এইসব বলিয়েছেন। এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শিবের বাণী। এবং গীতার মধ্যে শিবের উপাসনার কথা বলা হচ্ছে।

নোটিশ:-" মহেশ্বর " শব্দটিকে কোনো আচার্যের ভাষ্যই " শিব " স্বীকার করেননি। মহান + ঈশ্বর এইরুপে ব্যাখা করিয়াছেন।

যদিওবা ধরে নেই; শিবই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা এই গীতার জ্ঞান বলিয়েছেন এবং শিব শ্রীকৃষ্ণের উপর ভর করেছিলো, তাহলেও তাদের যুক্তি খণ্ডিত হয়।

ভগবদ গীতা----৭ম অধ্যায় ১৯নং শ্লোক --

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদূর্লভ।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন জ্ঞানবান ব্যাক্তি বহু জন্ম অতিক্রম পূর্ব্বক সমস্ত জগতই বাসুদেবরূপ(কৃষ্ণ রূপ)এই প্রকার বিচারে অভেদ দর্শন করেন, সুতারাং তাদৃশ্য মহাত্মা বড় দূর্লভ।

তাহলে শৈবদের যুক্তি অনুসারেই শিব বাসুদেবকে ঈশ্বর স্বীকার করলেন।

এখন শৈবদের যুক্তি হতে পারে বাসুদেব নামটি শিবের !

তাহলে তার খণ্ডনার্থে আমরা পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডম্ থেকে দেখে নেই; শিব, মহেশ্বর সেই পরমেশ্বর বাসুদেব নারায়ণেরই নাম।

যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে, তৎসমস্তই সেই হরি নারায়ণ; আর তিনি মুক্তির অধিপতি অথচ বিরাট অন্নময়দেহ; তিনি পুরুষ, বিষ্ণু, বাসুদেব, অচ্যুত, হরি, হিরণ্ময়, ভগবান্ অমৃত, শাশ্বত, শিব, বিশ্বপতি, জগৎপতি, সর্ব্বলোকেশ্বর, প্রভু, হিরণ্যগর্ভ, সবিতা, অনন্ত ও মহেশ্বর। নিরুপাধি হইলেও সেই অখিলাত্মা বাসুদেবের ভগবান ও পুরুষ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা উপাধি নির্দিষ্ট আছে। সেই একমাত্র পরমাত্মা ভগবান্ জগৎপুজ্য ঈশ বিষ্ণুই চরাচর জগতের শাস্তা এবং যতিগণের পরমগতি। যিনি বেদের আদিতে স্বররূপী ও বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত এবং যিনি প্রকৃতিলীন পুরুষের পর তিনি মহেশ্বর। যিনি অকাররূপে বিষ্ণু, নারায়ণ, তিনিই পরমাত্মা নিত্য পুরুষ মহেশ্বর। যাহা হইতে ঐশ্বর্য্য উদ্ভূত ও যাহাতে ঐশ্বর্য্য বর্তমান, মুনিগণ বলেন,- তাঁহাতেই ঈশ্বর শব্দ প্রযোজ্য। নিরুপাধি ঈশ্বরত্ব একমাত্র বাসুদেবে প্রতিষ্ঠিত। ৬১-৭২। পুরাতন বেদবাদীরা বলেন-সেই আত্মাই ঈশ্বর। অতএব বাসুদেবেই মহেশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই বাসুদেব ত্রিপাদ বিভূতির অধীশ্বর আর জীবাত্মায় বিভূতির পাদদ্বয় বিদ্যমান; কিন্তু সকলাত্মা বাসুদেবে পূর্ণৈশ্বর্য্যই প্রতিষ্ঠিত। যিনি লক্ষ্মী, ভূমি ও নীলার পতি, তাঁহাকে ঈশ্বর বলে; অতএব বাসুদেবেই সর্ব্বেশ্বরত্ব বিদ্যমান।

(পদ্মপুরাণ :- উত্তরখণ্ডম্ - ২২৫ :- ৬৫-৭৫)

শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা মহেশ্বর নামটি বাসুদেবেরই এইটা প্রতিপাদন করা হলো। এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণেরই বাণী এবং মহেশ্বর বলতে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিয়েছে।

পরমেশ্বর নারায়ণই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ !

শ্রুতিতে বলা হচ্ছে - ব্রহ্ম থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি। অর্থাৎ ব্রহ্মই সবকিছুর উপাদান কারন। আবার; এই সমস্ত জীব-জগতের সৃষ্টিকর্তাও হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। অর্থাৎ তিনিই হচ্ছেন নিমিত্ত কারণ।

এখানে পরিলক্ষিত বিষয় হচ্ছে এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান - অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকে জানলেই সবকিছু জানা যায়। সুতরাং - ব্রহ্মই হচ্ছেন নিমিত্ত ও উপাদান কারন।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ এর ৮ম স্কন্ধম্ এর ১২ অধ্যায় এর ৪ নম্বর শ্লোকে মহাদেব শ্রীবিষ্ণুকে বলছেন - মহাদেব উবাচ :-

দেবদেব জগদ্ব্যাপীন্ জগদীশ জগন্ময়।

সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্বামাত্মা হেতুরীশ্বরঃ।।

অনুবাদ - মহাদেব বলিলেন :- দেবদেব ! হে জগদ্ব্যাপীন ! জগদীশ ! জগন্ময় ! আপনি যাবতীয় বস্তুর মূল নিমিত্ত ও উপাদান কারন। আপনি জড় প্রধান নহেন, পরন্তু সমগ্র চেতনের আত্মা ও ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ামক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নিয়ে শৈবদের সকল আপত্তি নিরসন

শৈবদের দাবী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ শিব দিয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ

শিবের সাথে যোগে যুক্ত ছিলেন।

তাদের এইসব কূপমুণ্ডুক মার্কা কথাবার্তার উপর চক্রাঘাত করবো।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ কে দিয়েছেন?

কৃষ্ণ কি শিবের সাথে যোগযুক্ত ছিলেন?

সনাতনীদের সবচেয়ে পূজনীয় গ্রন্থ " শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার " মূল বক্তা কে ইহা নির্ণয় করবো।

-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শিবের বাণী এই বক্তব্যের পিছনে শৈবদের কিছু মূখ্য কারন আছে।

-সেগুলো হচ্ছে - ১) মহাভারতে কিছু জায়গায় বলা হয়েছে শিব অর্জুনের অস্ত্রের সম্মুখে থেকে শত্রু সংহার করেছিলেন এবং তিনিই হচ্ছেন কাল স্বরুপ। যেহেতু গীতায় ভগবান বলেছেন আমি শত্রু সংহারক মহাকাল - তাই শৈবদের দাবী এই মহাকালই শিব এবং তিনি গীতার বাণী প্রদান করেছেন এবং বিশ্বরুপ দেখিয়েছেন।

২) মহাভারতের অনুগীতা নামক অংশে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন তিনি পুণরায় গীতার উপদেশ দিতে পারবেন না, কারন তিনি ঐসময় যোগযুক্ত হয়েই গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন। শৈবদের দাবী শ্রীকৃষ্ণ শিবের সাথে যোগযুক্ত হয়েই গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন।

৩) গীতার কোথাও শ্রীকৃষ্ণ উবাচ নেই। শ্রীভগবান উবাচ শব্দটি থাকার ফলে এইটি শিবের বাণী।

৪) কূর্মপুরাণে ব্যাসদেব এবং অর্জুনের কথোপকথনে নাকি বলা হয়েছে - গীতা শিবের বাণী এবং গীতায় অর্জুন শিবের বিশ্বরুপ দেখেছিলেন।

উত্তর - শৈবদের প্রথম দাবীর খণ্ডন -

পূর্বেই করা হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞান দিয়েছিলেন।

কিন্তু পুণরায় উনি সম্পূর্ণ গীতার জ্ঞান সংক্ষেপে অর্জুন প্রদান করেন। যেখানে সংক্ষেপে কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তিযোগ এর বিবরণ দেওয়া হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে - শ্রীকৃষ্ণ পূণরায় গীতার জ্ঞান কেনো অর্জুনকে শোনাইতে পারলেন না?

উত্তর - ইহার কোনো আবশ্যকতা ছিলোনা। কারন অর্জুন পূর্বেই সম্পূর্ণ গীতার জ্ঞান শ্রবণ করেছিলেন। তাই সম্পূর্ণ গীতার জ্ঞান প্রদানের কোনো আবশ্যকতা ছিলোনা ইহা শ্রীকৃষ্ণ জানতেন। তাই তিনি সংক্ষেপেই অনুগীতার জ্ঞান প্রদান করেছিলেন অর্জুনকে।

আশ্বমেধিক পর্বের - ১৭ অধ্যায়ের -

'মহাবাহু দেবকীপুত্র! যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আপনার মাহাত্ম্য আমি জানিয়াছি। তদানীন্তন আপনার সেইরূপ-ঈশ্বরেরই রূপ ॥৫॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ কেশব! আপনি সৌহার্দ্যবশতঃ পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়া- ছিলেন, আমি যুদ্ধে আসক্তচিত্ত হওয়ায় সে সমস্তই আমার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ॥৬॥

মাধব। সেই সকল বিষয় পুনরায় শুনিবার জন্য আবার আমার

কৌতুক হইতেছে। কারণ, আপনি অচিরকাল

মধ্যেই দ্বারকায় চলিয়া যাইবেন' ॥৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন-অর্জুন এইরূপ বলিলে, মহাতেজা ও যাগ্মীশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥৮॥

কৃষ্ণ বলিলেন- 'পৃথানন্দন! আমি তোমাকে গুপ্ত বিষয় শুনাইয়াছি এবং লক্ষণসংযুক্ত সনাতন ধর্ম ও শাশ্বত সমস্ত লোকের বিষয় জানাইয়াছি ॥৯॥

তুমি যে বৈমত্যবশতঃ সে সকল মনে রাখিতে পার নাই, তাহা আমার গুরুতর অপ্রিয় হইয়াছে। এখন সেই স্মৃতি পুনরায় আমার পূর্ণভাবে হইবে না ॥১০॥

পাণ্ডুনন্দন। নিশ্চয়ই তুমি আমার সেই সকল বাক্যে বিশ্বাস কর নাই, অথবা তুমি নিশ্চয়ই দুর্ম্মেধা। ধনঞ্জয়। তাহা আবার সমস্ত বলা আমার শক্তিসাধ্য নহে ॥১১

সেই ধর্মটি পরমাত্মার স্বরূপ জানিবার পক্ষে বিশেষ পর্যাপ্ত ছিল। আমি বর্তমান সময়ে সেই সমস্ত পুনরায় বলিতে সমর্থ নহি ॥১২॥

এখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন, তাহা ব্রহ্মকে জানিবার জন্য পর্যাপ্ত ছিলো। কিন্তু অর্জুন সেই জ্ঞান সঠিকভাবে ধারণ করেননি। তাই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতি বড়ই রাগান্বিত হইয়াছেন। তাই তিনি আর পূণরায় ঐ জ্ঞান স্মরণ করতে চাচ্ছেন না।

পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে -

তৎকালে আমি যোগযুক্ত হইয়া পরব্রহ্মের বিষয় বলিয়াছিলাম, এখন সেই বিষয়ে প্রাচীন বৃত্তান্ত বলিতেছি ॥১৩।।

এখানে ১৩ নম্বর শ্লোকের যোগযুক্ত শব্দ নিয়েই শৈবদের আপত্তি।

শৈবরা সম্ভবত জানেন না গীতায় এই যোগ শব্দের উল্লেখ্য কতবার রয়েছে। কিন্তু এখানে যোগ শব্দের অর্থ আমরা এইভাবে নির্ণয় করতে পারি -

যোগঃ সন্নহন উপায় ধ্যান সংগতি যুক্তিশু (অমরকোষ - ৩.৩.২২)

এখানে অমরকোষোক্ত যোগ শব্দের অর্থ অনুসারে, ভগবানের জন্য "যোগ" শব্দের ব্যাখা এরকম করা যায় -

" যোগ " অর্থ ধ্যান - ভগবানের জন্য " ধ্যান " এর অর্থ ইচ্ছা ।

অর্থাৎ - যোগযুক্ত = আমার দিব্য ইচ্ছা শামিল করে অথবা এর ব্যবহার করে, যা কোনো বস্তুতে বাধিত না এই অর্থ হয়।

অর্জুনকে গীতার উপদেশ দেওয়ার ইচ্ছে বা সংকল্প ছিলো কিন্তু এখন নেই, কারন অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় গীতার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম্ করতে পারেননি এই কারনেই ভগবানকে নারাজ করে দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে; গীতার কোথায় বলা হয়েছে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে - তার ইচ্ছার কারনেই তিনি অর্জুনকে গীতার জ্ঞান দিয়েছিলেন বা বিশ্বরুপ দেখিয়েছিলেন?

ইহার উত্তর - ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রুপং পরমং দর্শিত অত্মযোগেন (গীতা - ১১/৪৭) নম্বর শ্লোকে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

অর্থ - আমার অনন্য ইচ্ছে শক্তির দ্বারা তোমার উপর কৃপা করে আমি তোমাকে আমার বিশ্বরুপ দেখাইলাম।

এই যোগযুক্ত শব্দের ব্যাখা আরেকভাবেও দেওয়া যায় - ভারতকৌমুদী টীকায় বলা হয়েছে,

"যোগযুক্তেন ঐক্যাগ্রসমন্বিতেন"

অর্থাৎ;এখানে যোগযুক্ত অর্থ 'একাগ্রতার সহিত'।

সুতরাং - পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একাগ্রতার সহিত গীতার জ্ঞান প্রদান করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন - তাহলে এখন কেনো বলছেন তিনি পূণরায় সেই জ্ঞান দিতে পারবেন না?

উত্তর - আশ্বমেধিক পর্বের ১৭ অধ্যায়ের ১৩ নম্বর শ্লোকে বলতেছেন -

তৎকালে আমি যোগযুক্ত (একাগ্রচিত্ত)হইয়া পরব্রহ্মের বিষয় বলিয়াছিলাম, এখন সেই বিষয়ে প্রাচীন বৃত্তান্ত বলিতেছি ॥

অর্থাৎ - শ্রীকৃষ্ণ সেই গীতার জ্ঞানই পূণরায় দিচ্ছেন যা তিনি একাগ্রতার সহিত দিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি সেই জ্ঞান গল্পাকারে দিবেন।

সুতরাং - "যোগযুক্ত" শব্দ নিয়েও শৈবদের আপত্তির নিরসন করা হলো।

এখন চলুন এই অনুগীতা থেকে দেখে নেই নারায়ণই হচ্ছেন সবকিছুর উৎস অর্থাৎ পরমেশ্বর।

তাঁহারাই সেই যজ্ঞে সামগান করেন এবং তাঁহারাই সেই যজ্ঞে লৌকিক যজ্ঞের দৃষ্টান্ত বলিয়া থাকেন। বরবর্ণিনি। তুমি সেই সর্বাত্মা নারায়ণ দেবের স্বরূপ শ্রবণ কর। (আশ্বমেধিক - ২৮ - ১৭)

ব্রাহ্মণ বলিলেন-'কল্যাণি! যিনি জীবরূপে হৃদয়ে বাস করেন, সেই এক নারায়ণই জগতের শাসনকর্তা; তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় শাসনকর্তা কেহই নাই; সুতরাং জল যেমন নীচের দিকেই যায়, আমিও তেমন তৎকর্তৃক নিযুক্ত হই

এবং নিযুক্ত হইয়া যে দিকে চালান, সেই দিকেই চলি এবং তাঁহার কথাই আমি বলিতেছি ॥১

যিনি জীবরূপে হৃদয়ে অবস্থান করেন, জগতে একমাত্র সেই নারায়ণই গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ গুরু নাই, তাঁহার বিষয়ই আমি বলিতেছি। সেই গুরুদেবের উপদেশেই পূর্ব্বকালে সকল দানব নিহত হইয়াছিল ॥২॥

যিনি জীবরূপে হৃদয়ে বাস করেন, একমাত্র সেই নারায়ণদেবই বন্ধু, তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ বন্ধু নাই, তাঁহার বিষয়ই আমি বলিতেছি। তাঁহার উপদেশেই পরস্পর বন্ধুত্বশালী সপ্তর্ষিগণ আকাশে দীপ্তি পাইতেছেন॥৩॥

যিনি জীবরূপে হৃদয়ে অবস্থান করেন, একমাত্র সেই নারায়ণদেবই শ্রোতা, তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় শ্রোতা কেহ নাই, তাঁহার বিষয়ই আমি বলিতেছি; সেই গুরুদেবের নিকটে বাস করিয়া ইন্দ্র সমস্ত জগতে অমরত্ব লাভ করিযাছেন ॥৪॥ (আশ্বমেধিক - ৩০ - ১ থেকে ৪)

কিন্তু সকল প্রাণীব মধ্যে ধীরপ্রকৃতি সেই বিষ্ণু তখনও মোহ অর্থাৎ ভয় প্রাপ্ত হন না এবং সেই প্রভাবশালী বিষ্ণু আদিসৃষ্টির সময়ে নিজেই উৎপন্ন হন ॥১২

যে মানুষ দুর্জ্জেয়, প্রভাবশালী, পুরাণ, পরমপুরুষ, বিশ্বরূপ, হিরণ্ময় ও জ্ঞানিগণের পরম গতি বিষ্ণুকে এইভাবে জানেন, সেই জ্ঞানী মানুষ

বুদ্ধিকৃত বন্ধন অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন' ॥১৩।

(আশ্বমেধিক - ৪৭ - ১২, ১৩)

মহাতপোময় আমি (ব্রহ্মা) সমস্ত প্রাণীর অধিপতি। স্থুল কথা-আমি বা বিষ্ণু হইতে শ্রেষ্ঠ প্রাণী জগতে নাই ॥১২। মহান্ ও পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণু সকলের রাজাধিরাজ। তোমরা বিষ্ণুরই ঈশ্বরত্ব অবগত হও এবং তিনি বিশ্বব্যাপী ও প্রজাপতি ॥১৩।।

সমস্ত নর, কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস, দেব, দানব ও নাগদিগের ঈশ্বর সেই বিষ্ণু ॥১৪॥

(আশ্বমেধিক - ৫২ - ১২,১৩,১৪)

ইয়ত্তাশূন্য পরব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুই সমগ্র জগতের আদি। যাঁহা হইতে উৎকৃষ্টতর প্রাণী এই ত্রিভুবনে কেহই নাই ॥১৬।।

(আশ্বমেধিক - ৫৫ - ১৬)

এখানে উল্লেখ্য বিষয় যে - শৈবরা যে অনুগীতা থেকে আপত্তি তুলে ধরেছেন সেখানে ও বিষ্ণু বা নারায়ণকেই পরমেশ্বর বলা হচ্ছে। এখানে কোথাও শিবকে পরমেশ্বর বলা হচ্ছেনা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু -

আশ্বমেধিক পর্বের ১৭ অধ্যায়ের ১৩ নম্বর শ্লোকে বলতেছেন -

তৎকালে আমি যোগযুক্ত (একাগ্রচিত্ত)হইয়া পরব্রহ্মের বিষয় বলিয়াছিলাম, এখন সেই বিষয়ে প্রাচীন বৃত্তান্ত বলিতেছি ॥

অর্থাৎ পূর্বোক্ত গীতার জ্ঞানই হচ্ছে অনুগীতা। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই হোক কিংবা অনুগীতা দুই জায়গায়ই পরমেশ্বর নারায়ণকে প্রাপ্ত করার জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় দাবীটি হচ্ছে - শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কোথাও " শ্রীকৃষ্ণ উবাচ " শব্দটি নেই। তার পরিবর্তে " শ্রীভগবান উবাচ " শব্দটি রয়েছে। তাই গীতা কৃষ্ণের বাণী হতে পারেনা।

উত্তর - বিভিন্ন শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলা হয়েছে।

মহাভারত - ভীষ্মপর্ব - ৬৫ অধ্যায়ের ১৯ নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে - যে লোক অজ্ঞানবশতঃ এই হৃষীকেশকে কেবল মানুষ বলিবে সে পুরুষাধম।

প্রথমেই আমাদের ভগবান শব্দার্থ সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে -

বিষ্ণুপুরাণ-৬ অংশ ৫ অধ্যায়ের ৭২-৭৮ নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে -

শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে।

মৈত্রেয় ভগবচ্ছন্দঃসর্বকারণকারণে।। ৭২

সম্ভর্তেতি তথা ভর্তা ভকারোহর্থদ্বয়ান্বিতঃ।

নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে॥৭৩

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস্য যশসঃশ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা।।৭৪

বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি ।

স চ ভূতেধশেষেষু বকারার্থস্ততোহব্যয়ঃ।।৭৫

এবমেষ মহাঞ্ছব্দো মৈত্রেয় ভগবানিতি।

পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ ।। ৭৬

তত্র পূজ্যপদার্থোক্তিপরিভাষাসমন্বিতঃ ।

শব্দোঽয়ং নোপচারেণ ত্বন্যত্র হ্যাপচারতঃ॥৭৭

উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্ ।

বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি।।৭৮

অনুবাদ:-৭২. হে মৈত্রেয় ! সমস্ত কারণসমূহের কারণ, মহাবিভূতি সংজ্ঞক পরব্রহ্মের জন্যই 'ভগবৎ' শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে।।

৭৩. এই শব্দে ভ-কারের দুটি অর্থ—পোষণকারী এবং সকলের আধার এবং গ-কারের অর্থ কর্ম-ফল প্রাপ্তকারী, লয়কারী ও সৃষ্টিকারী।।

(উক্ত গুণগুলো একমাত্র পরমেশ্বরেরই থাকা সম্ভব)

৭৪. সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছটির নাম হলো 'ভগ'।।

(লক্ষ্যণীয় বিষয় উক্ত গুণ গুলো "সম্পূর্ণ" রূপে থাকতে হবে। কারও হয়ত প্রচুর ঐশ্বর্য থাকতে পারে, কিন্তু তা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র ঐশ্বর্যের তুলনায় বিন্দুবৎও না। সেরকম জ্ঞান, শ্রী ইত্যাদিও কারও সম্পূর্ণ রূপে নাই, এমন অসম্পূর্ণ গুণ কখনও "ভগ" শব্দ বাচ্য নয়। এই ৬ টি গুণ পূর্ণরূপে একমাত্র এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভুরই থাকা সম্ভব অন্য কারও নয়।)

৭৫. সেই অখিল ভূতাত্মাতে সমস্ত ভূত নিবাস করেন এবং তিনিও স্বয়ং সমস্ত ভূতে বিরাজমান, তাই সেই অব্যয় (পরমাত্মা)-ই ব-কারের অর্থ।।

(উপরে "ভগবৎ" শব্দের "ভ" এবং "ব" এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যা পরমাত্মারই বাচক।)

৭৬. হে মৈত্রেয় ! এইভাবে এই মহান 'ভগবান' শব্দ পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীবাসুদেবেরই বাচক, আর কারোর নয়।

(এখানে স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে ভগবান শব্দ একমাত্র বাসুদেবেরই বাচক, অন্য কারো নয়। আর আমরা সবাই অবগত আছি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই আরেক নাম বাসুদেব)

৭৭. পূজ্য পদার্থ সূচিত করার লক্ষণ দ্বারা যুক্ত এই 'ভগবান' শব্দের বাসুদেবেই মুখ্য প্রয়োগ হয়ে থাকে, অন্যের জন্য গৌণ।

(ভগবান শব্দে মূখ্য ভাবে বাসুদেবকেই বুঝায়, অন্য কোনো দেবতা বা পূজনীয় ব্যাক্তির ক্ষেত্রে ভগবান শব্দ ব্যবহৃত হলে তা গৌণার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে বুঝতে হবে।)

৭৮. কারণ যিনি সমস্ত প্রাণীদের উৎপত্তি ও বিনাশ, আসা-যাওয়া, এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাকে জানেন, তাঁকেই ভগবান বলার যোগ্য বলা যায় ।

(ভগবান শব্দটি গৌণার্থে যেসব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে তা এখানে বলা হচ্ছে।)

প্রাচীন টীকাকার পরমহংস শ্রীমন্মধুসুদন স্বরসতী বলেন;

এতাদৃশো ভগচ্ছাব্দার্থঃ শ্রীবাসুদেব এব পর্য্যবসিত ইতি।।

প্রাগুক্তরুপ ভগবান্ শব্দার্থ শ্রীবাসুদেবেই পর্য্যবসিত, অন্য কাহা-কেও নহে।

অতএব; কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।।

এছাড়াও - অগ্নিপুরাণের ৩৭৯ অধ্যায়ের ১২ নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে - শ্রীহরির মধ্যেই ভগবান শব্দটি মূখ্যবৃত্তিতে বিধ্যমান এবং আন্যদের

ক্ষেত্রে গৌণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং - শৈবদের এই দাবীও খণ্ডিত হলো। কারন গীতায় শ্রীকৃষ্ণ উবাচ এর স্থানে শ্রীভগবান উবাচ থাকলেও সমস্যা নেই। কারন ভগবান শব্দটি মূখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

শৈবদের চতুর্থ দাবী হলো -

কূর্মপুরাণে ব্যাসদেব এবং অর্জুনের কথোপকথনে নাকি বলা হয়েছে - গীতা শিবের বাণী এবং গীতায় অর্জুন শিবের বিশ্বরুপ দেখেছিলেন।

উত্তর - শৈবরা যে শাস্ত্রচর্চা না করেই যুক্তিতর্ক করতে আসেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো এইটি।

চলুন আমরা মহাভারত থেকেই দেখে নিই "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার" জ্ঞান কে দিয়েছিলেন এবং বিশ্বরুপটি কার ছিলো।

এই আশ্বমেধিক পর্বেই উল্লেখ্য রয়েছে উতঙ্ক এবং পরমোন্নতি শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন। এখানে কিছু অংশ উল্লেখ্য করা হলো -

উত্তঙ্ক বলিলেন-কেশব! আপনি অনিন্দিত অধ্যাত্মিক বিষয় যথাযথ-রূপে বলুন। জনার্দ্দন। তাহাব পর আমি আপনার মঙ্গলের কথা বলিব কিংবা অভিসম্পাত করিব' ॥১॥

কৃষ্ণ বলিলেন-'ব্রাহ্মণ। সত্ত্ব, রজ ও তম-এই তিনটা গুণ আমাতে রহিয়াছে বলিয়া অবগত হউন এবং রুদ্রগণ ও বসুগণ আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া মনে করুন ॥২॥

সমস্ত ভূত আমাতে রহিয়াছে, আমিও সমস্ত ভূতে রহিয়াছি, ইহা

অবগত হউন; এবিষযে যেন আপনার সন্দেহ হয় না ॥৩॥

ব্রাহ্মণ। দৈত্যগণ, সমস্ত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নাগ ও অপ্সরা আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও অবগত হউন ॥৪॥

মুনিরা যে যে পদার্থকে সৎ, অসৎ, ব্যক্ত, অব্যক্ত, অক্ষর ও ক্ষর বলেন, এই সমস্তই আমার স্বরূপ ॥৫॥

মুনি। চারিটা আশ্রমে যে সকল ধর্ম বিহিত আছে এবং বেদে যে সকল কর্ম্ম উক্ত রহিয়াছে, সে সমস্তই আমার স্বরূপ বলিয়া জামুন ॥৬॥

যাহা অসৎ, যাহা সৎও বটে, অসৎও বটে এবং যাহা সৎ ও যাহা অসৎ, তাহার কোন পদার্থই সনাতন দেবদেব আমা হইতে উৎকৃষ্ট নহে ॥৭॥

ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ। ওঙ্কার প্রভৃতি বেদ এবং যজ্ঞে দেবগণের সন্তোষজনক যুপ, সোমরস, চরু ও হোমকে আমার স্বরূপ বলিয়াই মনে করুন ॥৮॥

ভৃগুনন্দন! হোতা ও হব্যকে আমার স্বরূপ বলিয়াই অবগত হউন এবং যজুর্ব্বেদীয় ঋত্বিক্, কল্পশাস্ত্রকর্তা ও বিশেষ সংস্কৃতহবিও আমার স্বরূপ ॥৯।।

ব্রাহ্মণ। সামবেদীয় ঋত্বিকৃষ্ণ মহাযজ্ঞে গীতধ্বনিদ্বারা আমার স্তব করেন এবং প্রায়শ্চিত্তে শান্তিপাঠক ও মঙ্গলবাচক ব্রাহ্মণেরা আমারই স্তব কবিয়া থাকেন ॥১০।।

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। সকল ব্রাহ্মণই সর্ব্বদা আমাকে বিশ্বকর্মারূপে স্তব করেন এবং ধর্মকে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া অবগত হউন ॥১১।

ব্রাহ্মণ। সর্ব্বভূতে দয়ালু সেই ধর্ম্মকে আমার প্রিয় মানসপুত্র বলিয়া

জানুন। তারপর, আমি বর্তমান ও অতীত মনুষ্যগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বহু যোনিতে ভ্রমণ করিয়া লোকরক্ষা এবং ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্ত অবস্থান করি ॥১২-১৩।।

ভৃগুনন্দন! আমি ত্রিভুবনে সেই সেই বেসে ও সেই সেই রূপে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র এবং উৎপত্তি ও লয়ের কারণ হইয়া থাকি ॥১৪।

আমি সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা ও সংহারকর্তা এবং আমি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত সকলেরই মধ্যে অচ্যুতরূপী হইযা থাকি ॥১৫॥

আমি সেই সেই যোনিতে প্রবেশ কবিয়া লোকের হিতকামনায় বিভিন্ন যুগে ধর্ম্মের সেতুবন্ধন করিয়া থাকি ॥১৬।।

এখানে এই শ্লোক এবং গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৭ এবং ৮ নম্বর শ্লোকের অর্থ একই।

ভূগুনন্দন! আমি যখন দেবযোনিতে থাকি, তখন আমি সমস্ত কার্য্যই দেবতার ন্যায় কবি, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৭॥

ভূগুনন্দন! আমি যখন গন্ধর্ব্বযোনিতেথাকি, তখন সমস্ত কার্য্যই গন্ধবের ন্যায় করি, ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই ॥১৮।

আমি যখন নাগযোনিতে থাকি, তখন আমি নাগের ন্যায় চলি এবং যক্ষ-যোনি বা রাক্ষসযোনিতে থাকিলে, তাহাদের ন্যায়ই কার্য্য করিয়া থাকি ॥১৯।।

এখন আমার মনুষ্যরূপ রহিয়াছে; সুতরাং আমি মনুষ্যের ন্যায় কৌরব- গণের নিকটে দীনভাবে সন্ধির প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা মোহিত হইয়া আমার সে বাক্য গ্রহণ করেন নাই ॥২০॥

তারপর আমি গুরুতব ভয়ের কথা বলিয়া কৌরবগণকে ভীত

করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং পুনবায় ক্রুদ্ধ হইয়া ভয় দেখাইয়াছিলাম ॥২১।।

কিন্তু তাঁহারা পাপী বলিয়া কালধর্ম্মে আক্রান্ত ও ধর্মানুসারে যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২২॥

আর পাণ্ডবেরা জগতে সুখ্যাতি লাভ কবিয়াছেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই আমি সে সমস্তই আপনার নিকট বলিলাম' ॥২৩।।

(আশ্বমেধিক - ৬৯ - ১ থেকে ২৩)

এগুলো থেকে বুঝা যায় শ্রীমদ্ভগব্দগীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিগুলো।

উত্তঙ্ক বলিলেন-'জনার্দ্দন। আমি আপনাকে সর্বপ্রকারে জগতের কর্তা বলিয়া জানিযাছি, নিশ্চয়ই এ স্বরূপ প্রকাশ আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১।

পরন্তপ অচ্যুত। আমার মন আপনার স্বরূপে অভিনিবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছে এবং শাপদান হইতে নিবৃত্তি পাইয়াছে, ইহা আপনি অবগত হউন ॥২॥

জনার্দ্দন। আমি যদি আপনা হইতে কোন অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য হই, তাহা হইলে আমি আপনার বৈষ্ণবরূপ দেখিতে ইচ্ছা, করি, তাহা আপনি আমাকে দেখান' ॥৩॥

-- এখানে বৈষ্ণবরুপ বলতে " শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় " অর্জুনকে যে বিশ্বরুপ দেখিয়েছিলেন সেই বিশ্বরুপের কথাই বলা হচ্ছে । যা পরবর্তী শ্লোকে দেখা যায় -

বৈশম্পায়ন বলিলেন-তাহার পর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্জুন যে রূপ দর্শন কবিয়াছিলেন, বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া উত্তঙ্ককে সেই শাশ্বত বৈষ্ণবরূপ দর্শন করাইলেন ॥৪॥

-- শৈবরা যে দাবী করেন ঐ বিশ্বরুপটি শিবের ছিলো কিন্তু এখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে ঐ বিশ্বরুপটি ছিলো বৈষ্ণবরুপ অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই। যা পরবর্তী শ্লোকগুলো থেকে বুঝা যায়...

উত্তঙ্ক দেখিলেন-মহাত্মা ও মহাবাহু কৃষ্ণ, সহস্র সূর্য্যের তুল্য ও প্রজ্বলিত অগ্নির সমান বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া ও সকল দিকে মুখ বাখিয়া অবস্থান কবিতেছেন ॥৫॥

উত্তঙ্ক সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ দেখিয়া এবং বিষ্ণুব সেই অদ্ভুত পরম বৈষ্ণবরূপ দর্শন কবিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৬॥

উত্তঙ্ক বলিলেন-'সর্বাত্মন। নারায়ণ। পরমাত্মন। পদ্মনাভ। পুণ্ডরীকাক্ষ। মাধব। আপনাকে নমস্কাব, আপনাকে নমস্কার ॥৭॥

ভগবন্! আপনি ব্রহ্মস্বরূপ, সংসার হইতে উদ্ধারকারী, পুরাণপুরুষ, শান্ত- মূর্তি ও শ্যামবর্ণ-আপনাকে নমস্কার ॥৮॥

আপনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের সূর্য্য, ভবরোগের মহৌষধি এবং সংসার- সমুদ্রের সাব, আমি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমার গতি হউন ॥৯॥

আপনি সমস্ত বেদের একমাত্র বেদ্য, সর্ব্ববেদময়, বাসুদেব, নিত্য এবংভক্তের প্রিয়; আপনাকে নমস্কার ॥১০॥

জনার্দ্দন। আপনি দয়া করিয়া আমাকে দুঃখ ও মোহ হইতে উদ্ধার করুন। আমি বহুতর পাপজনক কর্মে বদ্ধ হইয়াছি, আমাকে রক্ষা

করুন।।১১।।

বিশ্বকর্ম্মন। বিশ্বাত্মন্। বিশ্বসম্ভব। আপনাকে নমস্কার। আপনার চরণ-যুগলদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং মস্তকদ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥১২॥

আকাশ ও পৃথিবীর যে মধ্যস্থান, তাহা আপনার উদরদ্বারা ব্যাপ্ত আছে •এবং ভুজযুগলদ্বারা সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, অতএব অচ্যুত! আপনিই এই সমগ্র জগৎ ॥১৩।।

দেব! এই নিত্য, উত্তম ও অক্ষয রূপ পুনরায উপসংহার করুন। আমি আপনাকে পুনরায স্বকীয় রূপে দেখিতে ইচ্ছা করি' ॥১৪॥

(আশ্বমেধিক - ৭০ - ১ থেকে ১৪)

সুতরাং - এই প্রমাণগুলি থেকে প্রমাণিত হলো শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী এবং গীতার বিশ্বরুপটি শ্রীকৃষ্ণেরই।

সিদ্ধান্ত - শাস্ত্র প্রমাণ এবং যুক্তিবলে শৈবদের সকল কুযুক্তির খণ্ডন করা হলো। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপর শৈবদের যত দাবী ছিলো, সবগুলোই নিরসন করে প্রমাণিত করলাম - গীতা ' শ্রীকৃষ্ণের বাণী ', গীতার বিশ্বরুপটি ' শ্রীকৃষ্ণের ' বিশ্বরুপ, যোগযুক্ত বলতে কোনো অপদেবতার সাথে যুক্ত হয়ে নয় বরঞ্চ একাগ্রতা বা ইচ্ছের ফলে, ভগবান শব্দটি মূখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, কূর্ম পুরাণের অযৌক্তিক দাবী নিরসন করে সত্য স্থাপন।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

"বৈষ্ণব বিজয়" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত